NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বাঙালির সঙ্গে দেবতার সহজ সম্পর্কের সুখ-দুঃখ, হাসি-গান

উলুবেড়িয়ায় কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারে আসবেন রাহুল গান্ধি ৫

কলকাতা ১৯ এপ্রিল ২০২৪ ৬ বৈশাখ ১৪৩১ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ৩০৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.4.2024, Vol.17, Issue No. 307, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

গরমের ছুটির বিজ্ঞপ্তি পৌঁছল স্কুলে, জারি তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তাপপ্রবাহের জেরে জ্বলছে গোটা দক্ষিণবঙ্গ। এবার তাপপ্রবাহের জেরে আরও এগলো গরমের ছুটি। ২২ এপ্রিল থেকে ছুটি ঘোষণা করল শিক্ষাদপ্তর। সাধারণত মে মাস থেকে শুরু হয় গরমের ছুটি। তবে তীব্র গরমের জেরে স্কুলে আসতে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে পড়ুয়া থেকে শুরু করে স্কুল শিক্ষক ও কর্মী সকলেরই। সেই কারণে তাঁদের কথা বিচার করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর। বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তর। তবে কালিম্পং, কার্শিয়াং ও দার্জিলিংয়ের স্কুলগুলো খোলাই থাকবে।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার ঘোষণা করেছেন গরমের ছুটি এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারি স্কুলগুলি ২২ এপ্রিল থেকে বন্ধ থাকছে। অপরদিকে, বেসরকারি স্কুলগুলির কাছে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন যাতে ২২ তারিখ থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকের নেতৃত্বে যে বৈঠক ডাকা হয়েছিল, সেখানেও স্কুলের গরমের ছুটি নিয়ে আলোচনা হয় বলেও নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, এদিন সকাল সাড়ে এগারোটাতেই আলিপুরের তাপমাত্রা ৩৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছয়। দমদমে তাপমাত্রা ছিল ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এমন অবস্থা যে, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির তাপমাত্রা দু-একদিনেই পৌঁছতে পারে ৪১ থেকে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। উত্তর-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ সমস্ত জেলাতেই চলবে তাপপ্রবাহ। বইবে লু। এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দুই থেকে তিনদিনে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ কিছুটা বাড়বে। কিছু জেলায় সিভিয়ার হিট ওয়েভ বা তীব্র তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে ২১ এপ্রিলের পর থেকে। দুই ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বীরভূম জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি রয়েছে। তবে রবিবার বৃষ্টি হতে পারে কলকাতার আশেপাশের কয়েকটি জেলাতে।

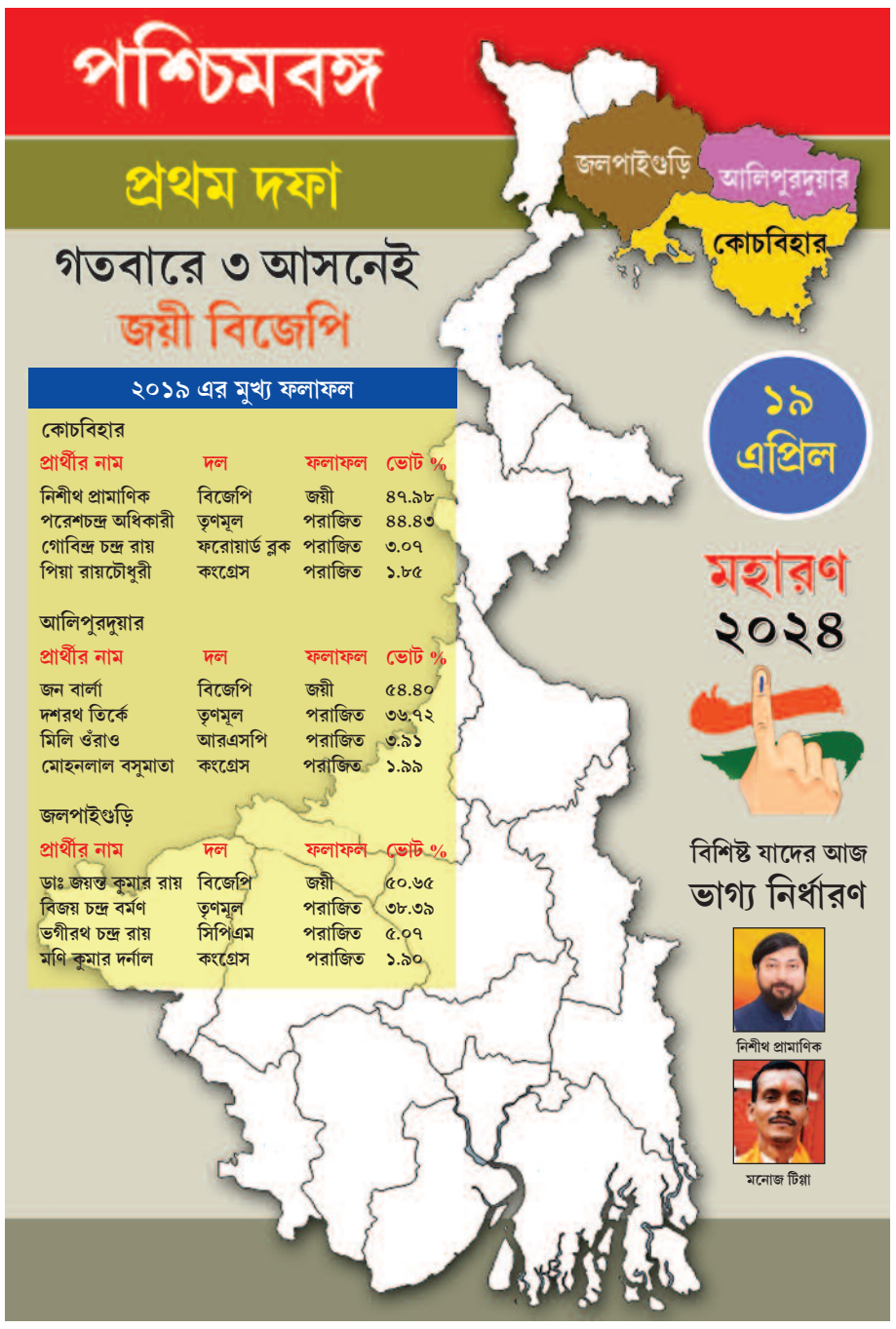

আজ শুরু ভোট উৎসব

প্রথম দফায় নির্বাচন ১০২ আসনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুরু হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের উৎসব। আজ দেশজুড়ে প্রথম দফার নির্বাচন। দেশের ১৭টি রাজ্য এবং চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলিয়ে ভোট হবে ১০২টি আসনে। সাত দফার মধ্যে প্রথম দফাতেই সবচেয়ে বেশি আসনে ভোট হচ্ছে। এই তালিকায় আছে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি কেন্দ্র।

নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, প্রথম দফায় সুষ্ঠুভাবে ভোট করাতে সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে প্রথম দফার ভোট কমিশনের জন্য চ্যালেঞ্জিং। কারণ এই দফায় মণিপুরের সম্পূর্ণ একটি কেন্দ্রে এবং আংশিকভাবে আরেকটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। গোটা ইনার মণিপুরে ভোট হলেও আউটার মণিপুরের শুধু চূড়াচাঁদপুর এবং চান্দেল জেলার ১৫টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে শুক্রবার। বাকি ১৩টিতে ভোটগ্রহণ হবে ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায়। মণিপুরের পাশাপাশি ছত্তিশগড়ের মাওবাদী উপদ্রুত অঞ্চলেও ভোটের দিন হিংসার আশঙ্কা। ছত্তিশগড়েও বিপুল পরিমাণ নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করেছে নির্বাচন কমিশন।

প্রথম দফায় বাংলার বাইরে ভোট হবে অরুণাচল প্রদেশ (২), অসম (৫), বিহার (৪), ছত্তিশগড় (১), মহারাষ্ট্র (৫), মণিপুর (১), মেঘালয় (২), মিজোরাম (১), নাগাল্যান্ড (১), রাজস্থান (১২), সিকিম (১), তামিলনাড়ু (৩৯), ত্রিপুরা (১), উত্তরপ্রদেশ (৮), মধ্যপ্রদেশ (৫), উত্তরাখণ্ড (৫), আন্দামান ও নিকোবর (১) জম্মু ও কাশ্মীর (১) লাক্ষাদ্বীপ (১) পুদুচেরির (১) মতো রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। লোকসভার পাশাপাশি অরুণাচল প্রদেশের ৬০ এবং সিকিমের ৩২টি বিধানসভা আসনেও ভোট হবে।

একনজরে তিন কেন্দ্রের তথ্য

কোচবিহার
মাইক্রো অবজারভার; ৩২৮
কিউআরটি; ৪৭
কেন্দ্রীয় বাহিনী; ১১২ কোম্পানী
ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন- ১৯৬
মোট বুথ- ২০৪৩

আলিপুরদুয়ার
মাইক্রো অবজারভার; ১৮০
কিউআরটি; ২৩
কেন্দ্রীয় বাহিনী; ৬৩ কোম্পানী
ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন- ১৫৯
মোট বুথ- ১৮৬৭

জলপাইগুড়ি
মাইক্রো অবজারভার; ২০২
কিউআরটি; ৩১
কেন্দ্রীয় বাহিনী; ৭৫ কোম্পানী
ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন- ৩৯১
মোট বুথ- ১৯০৪

- তিন কেন্দ্র মিলিয়ে মোট রাজ্য পুলিশ মোতায়েন থাকবে;- ১২৩১০
- ভোটের আগের দিন মোট অভিযোগ জমা পড়েছে; ৫৫১

১৯ এপ্রিল সারা দেশে প্রথম দফা

- ১০২ লোকসভা কেন্দ্র, ৯২ বিধানসভা কেন্দ্র, ২১ টি রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল, ১৮ লক্ষ ভোট কর্মী, ১৬.৬৩ কোটি ভোটার, ১.৮৭ লক্ষ বুথ।
- ৮.৪ কোটি পুরুষ ভোটার। ৮.২৩ কোটি মহিলা ভোটার। ১১,৩৭১ তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার।
- প্রথম ভোট দিচ্ছে ৩৫.৬৭ লক্ষ। ২০-২৯ বছর বয়সী ভোটারের সংখ্যা ৩.৫১ কোটি।
- ১৬২৫ প্রার্থী। ৪১টি হেলিকপ্টার, ৮৪টি বিশেষ ট্রেন পরিষেবা, তার সাথে এক লক্ষ গাড়ি ভোট কর্মীদের বুথে যেতে সাহায্য করবে।
- সারাদেশে ৩৬১ জন অবজারভার। তার মধ্যে ১২৭ জন জেনারেল অবজারভার, ৬৭ জন পুলিশ অবজারভার, ১৬৭ জন এক্সপেন্ডিচার অবজারভার।
- ৪৬২৭ ফ্লাইং স্কোয়ার্ড, ২০২৮ ভিডিও সার্ভেলেন্স টিম। ১৩৭৪ ইন্টার স্টেট, ১৬২ ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার চেকিং।

ফরেন্সিক রিপোর্টে মিলে গেল সুজয়কৃষ্ণ(কাকু)র গলার স্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফরেন্সিক রিপোর্টে মিলে গেলে 'কালীঘাটের কাকু' ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বর। সূত্রের খবর, সিভিক ভলান্টিয়র রাহুল বেরার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রই। তবে জেরা চলাকালীন বারবার সে কথা অস্বীকার করতে দেখা গিয়েছে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রকে। এবার এখানেই প্রশ্ন উঠেছে নিয়োগ দুর্নীতিতে নতুন কোনও আরও তথ্য এবার হাতে আসছে কি না তা নিয়েই। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে যেদিন সুজয়ের বাড়িতে প্রথম হানা দিয়েছিলেন গোয়েন্দারা, সেই দিনই তদন্তকারী সংস্থার অপর একটি টিম হানা দিয়েছিল রাহুল বেরার বাড়িতে। এই রাহুল বেরা পেশায় একজন সিভিক ভলান্টিয়ার। ইডির দাবি, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা রয়েছে 'কাকুর'। সেই অভিযানে রাহুল বেরার ফোন বাজেয়াপ্ত করেছিল ইডি। এরপরই ইডির তরফ থেকে দাবি করা হয়, রাহুল বেরা নামে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের সঙ্গে একজনের টেলিফোনিক কথোপকথনের একটি ফাইল ইডির হাতে এসেছিল। ওই ব্যক্তি সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র বলে দাবি ইডির। ইডির দাবি, অডিও ক্লিপিংয়ে শোনা যাচ্ছে, রাহুলকে বলা হচ্ছে, মোবাইলে থাকা নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য মুছে ফেলার। এই গলা যে কাকুর সেই কণ্ঠস্বরেরই নমুনা নিয়েছিল ইডি। এই নমুনা পরীক্ষার পর সেন্ট্রাল ফরেন্সিক ল্যাবের রিপোর্ট বলছে, সিভিক ভলান্টিয়ারের সঙ্গে যিনি কথা বলছেন তিনি সুজয়কৃষ্ণই।

তবে সুজয়কৃষ্ণর ওরফে কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বর পরীক্ষা নিয়ে কম টালবাহানা হয়নি। এর আগে একবার নমুনা নিতে গিয়ে এমএসভিপি-র বাধার মুখে পড়েছিল ইডি। সেই নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় তদন্তকারী সংস্থা। শেষমেশ চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে জোকা ইএসআই হাসপাতালে কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে।

এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এই ভয়েস স্যাম্পেল মিলবে সেটা সকলের জানা। তবে এই ভয়েস স্যাম্পেলের উপর নির্ভর করে যদি হরিপালের বড় কোনও ডাকুকে ধরে মানুষ আর সেটা নেবে না।' এদিকে এই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'এটি আদালতের বিচারাধীন বিষয়। এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।'

রামনবমীতে অশান্তি করার জন্য ডিআইজিকে সরানো হয়েছে

মুর্শিদাবাদের ঘটনা নিয়ে সরব মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামনবমীতে মুর্শিদাবাদে যে অশান্তি হয়েছে, তা পূর্বপরিকল্পিত। ইসলামপুরের জনসভা থেকে এমনই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অশান্তি করার জন্যই ডিআইজি-কে সরানো হয়েছে বলেও এদিন দাবি করলেন তিনি।

লোকসভা ভোটের মুখে পুলিশ প্রশাসনের একাধিক রদবদল করছে নির্বাচন কমিশন। তারই মধ্যে একটা মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডিআইজি বদল। গত সোমবার আইপিএস অফিসার শ্রী মুকেশকে অপসারণের নোটিস পাঠিয়েছিল কমিশন। পরবর্তীতে মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডিআইজি পদে জয়েন্ট কমিশনার, অপরাধ দমন পদে থাকা সৈয়দ ওয়াকার রাজাকে নিয়োগ করা হয়। এই বদলি নিয়ে সরগরম হয়েছিল রাজ্য-রাজনীতি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনকে নিশানা করে

বলেছিলেন, 'এখন যদি মুর্শিদাবাদে হিংসা হয়ে যায়, তা হলে তার দায় নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে। আমি জানি কারা হিংসা সামলাতে পারে। রাজ্য থেকে বেছে বেছে অফিসারদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।'

এই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই বুধবার রাতে রামনবমীকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদ। শক্তিপুরের কাছে মিছিলে বোমাবাজি হয় বলে অভিযোগ। এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জখম হন বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী। তাঁদের তড়িঘড়ি মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। তাঁদের দেখতে গিয়েছিলেন বিজেপি জেলা সভাপতি শাখারভ সরকার। এর কিছুক্ষণের মধ্যে হাসপাতালে পৌঁছন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা এলাকার বিদায়ী সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। তাঁকে দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েন উপস্থিত বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা। সবমিলিয়ে প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এদিন ইসলামপুরের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '১৯ জন আহত। পুলিশকে মারধর করা হয়েছে। আমি বলব, এই অশান্তি করবে বলেই বিজেপি নাটক করে মুর্শিদাবাদের ডিআইজিকে সরিয়েছেন।' আরও একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রকে বিঁধলেন মমতা।

উত্তরবঙ্গেও কর্মসূচি স্থগিত রাজ্যপালের

রাজভবনে খোলা হবে 'পিস রুম'

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'রাজনৈতিক দাবার বোড়ে হিসাবে আমাকে ব্যবহার করতে দেব না।' উত্তরবঙ্গ কর্মসূচি স্থগিত করে এমনই বার্তা দিতে দেখা গেল রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে। এর আগে কোচবিহার যেতে চেয়েছিলেন রাজ্যপাল। তখনও নির্বাচন কমিশনের তরফে অনুমতি মেলেনি। এবারও বিশেষ কারণে আলিপুরদুয়ার সভা বাতিল করেন রাজ্যপাল। এদিকে রাজভবন সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার দুপুর ৩ টের সময় এয়ারফোর্সের বিশেষ বিমানে তাঁর হাসিমারা যাওয়ার কথা ছিল। প্রথম দফায় উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে ভোট। ভোটপর্বে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি বিশেষভাবে খতিয়ে দেখতেই তাঁর আলিপুরদুয়ার যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই বিষয়টি উল্লেখ করে ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের কাছে নালিশ জানায় রাজ্যের শাসকদল।

প্রথম দফার ভোটের আগে বৃহস্পতিবার কোচবিহার যেতে চেয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি সেইমতো সূচি পাঠিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনে। বুধবারই নির্বাচন কমিশন রাজ্যপালের কোচবিহার যেতে বারণ করে চিঠি দেয় । নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়, এতে ভোটের আচরণ বিধি লঙ্ঘিত হবে। তাছাড়া রাজ্যপাল গেলে তাঁর নিরাপত্তার আয়োজন করা এই ভোটের মধ্যে সম্ভব নয়। এরপরই রাজ্যপাল কোচবিহার না গিয়ে এয়ারফোর্সের বিশেষ বিমানে প্রথমে আলিপুরদুয়ার যাবেন বলে ঠিক হয়। পরে জানা যায়, তিনি হাসিমারা যাবেন এবং সেখানে এয়ারফোর্সের গেস্ট হাউসে থাকবেন। শেষ পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার যাওয়ার বিষয়টিও স্থগিত রাখেন তিনি। ঠিক হয়, রাজভবনেই খোলা হবে পিস রুম। কন্ট্রোল রুম খোলা হবে। ভোট পর্ব চলাকালীন কোথাও কোনও অশান্তি হলে, সরাসরি ফোন করে অভিযোগ জানানো যাবে। রাজ্যপাল রাজভবন থেকেই গোটা বিষয়টিতে নজরে রাখবেন বলেও জানা গিয়েছে।

এদিকে রাজভবনের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, বাংলার মানুষের পাশে থাকাটাই রাজ্যপালের অগ্রাধিকার। তাঁর ফোকাস রাজ্যে অহিংসার বিরুদ্ধে লড়াই করা, বিশেষ করে নির্বাচনের সময়। এলাকা পরিদর্শন করাই মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু রাজ্যপালের কার্যালয়কে রাজনীতিকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। কাউকে রাজ্যপালের পদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করতে দেওয়া হবে না। এই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানান, 'সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের চলাচলে কেউ বাধা দিতে পারে না। তবে, আমি আমার চারপাশে অস্বস্তিকর রাজনৈতিক বিতর্কে জড়াতে চাই না। আমি ইমেল বা টেলিফোনের মাধ্যমে দিনরাত ২৪ ঘণ্টাই পিস রুমের লোকদের কাছে উপলব্ধ। অস্বাস্থ্যকর রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে আমি উত্তরবঙ্গ সফর প্রত্যাহার করলাম।'

বাঁকুড়া চায় আসুক শিল্প, উন্নত হোক পরিকাঠামো

শুভাশিস বিশ্বাস

দামোদরের একপারে আলো ঝলমলে আসানসোল-বার্নপুর শিল্পাঞ্চল। যেখানে মেলে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য। অন্যদিকে, বাঁকুড়ার শালতোড়া। সেখানে বাড়িতে খাবার জলটুকুও পাওয়া ভার। আর এই দামোদর নদী পার হতে শালতোড়াবাসীর ভরসা সাঁকো। তবে বিজেপি সাংসদ সুভাষ সরকার কথা দিয়েছিলেন, ভোটে জিতে কুকড়াকুড়ি ঘাট থেকে বার্নপুর যাওয়ার স্থায়ী সেতু গড়ে দেবেন। সময় পেরিয়ে গেলেও গড়ে ওঠেনি সেই সেতু। অন্যদিকে, আবার ঘরে ঘরে জল পৌঁছতে ব্যর্থ তৃণমূল সরকারও। তবে বাঁকুড়ায় প্রাকৃতির সম্পদের শেষ নেই। পাথর থেকে কয়লা, বালি, কী নেই এখানে। এরপরও এলাকার উন্নয়ন সেই তিমিরেই। শুধু নির্বাচন এলে রাজনৈতিক দলগুলোর মনে পড়ে বাঁকুড়ার কথা, এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের।

এই বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে রয়েছে বাঁকুড়া, রঘুনাথপুর, শালতোড়া, ছাতনা, রানিবাঁধ, রায়পুর ও তালডাংরা-র মতো সাতটি

বিধানসভা। বাঁকুড়ায় বাস বিভিন্ন জাতির মানুষের। যার মধ্যে রয়েছেন বৌদ্ধ ০.০১ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.১৪শতাংশ, জৈন ০.০৯ শতাংশ, শিখ ০.০২ শতাংশ, মুসলিম ৮.০৪ শতাংশ, তপসিলি জাতি ৩০.৮১ শতাংশ, তপসিলি উপজাতি ১১.৪৮ শতাংশ।

এদিকে বাঁকুড়ায় গেরুয়া পতাকা উড়লেও রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, একসময় এই লোকসভা কেন্দ্র ছিল সিপিএমের দুর্ভেদ্য দুর্গ। ১৯৮০ সালে জয়ী হন বাম নেতা প্রয়াত বাসুদেব আচারিয়া। এরপর থেকে ৯ বারের সাংসদ তিনি। এমনকী, ২০০৯ সালে যখন বাম-বিরোধী হাওয়া গোটা বাংলা জুড়ে, সেই সময়েও বাঁকুড়ার দুর্গ টিকিয়ে রেখেছিলেন বাসুদেব আচারিয়া। তবে ২০১৪-র নির্বাচনে থমকে যায় তাঁর বিজয় রথ। তৃণমূলের তারকা প্রার্থী মুনমুন সেনের কাছে পরাস্ত হন বাসুদেববাবু। তবে ২০১৪ সালে তৃণমূল প্রথমবারের মতো বাঁকুড়া থেকে জয় পেলেও সেই আনন্দ বেশিদিন টেকেনি। পরের নির্বাচনেই তৃণমূলের থেকে মুখ ফেরান বাঁকুড়ার জনতা। বাঁকুড়ার জমিতে ঘাসফুলের জায়াগায় ২০১৯ সালে বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের হাত ধরে ফোটে পদ্ম।

২০১৯-এর আগেও ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটে বাঁকুড়ার তৎকালীন সাংসদ বাসুদের আচারিয়াকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সেবার বাসুদেববাবু পেয়েছিলেন ৪ লাখ ৬৯ হাজার ভোট। প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের সুব্রত মুখোপাধ্যায় পেয়েছিলেন ৩ লাখ ৬২ হাজার ভোট। অন্যদিকে, বিজেপির হয়ে নির্বাচনে লড়েন রাহুল সিন্‌হা। পেয়েছিলেন প্রায় ৪৩ হাজার ভোট। গোটা রাজ্যে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার হাওয়ার মাঝেও নিজের বাঁকুড়ার দুর্গ টিকিয়ে রেখেছিলেন বর্ষীয়ান এই সিপিএম নেতা।

বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২-এ

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ০৫/০৪/২৪ জুডিশিয়াল্ ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ১৮৪০ নং এফিডেভিট বলে আমি Shibu Sadhukhan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ananda Sadhukhan, A. M. Sadhukhan ও Ananda Mohan Sadhukhan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১৫/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫১২২ নং এফিডেভিট বলে Sanjay Debnath ও Sanjoy Debnath S/o. Prafulla Debnath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৫/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫১২১ নং এফিডেভিট বলে Santosh Kumar Hela S/o. Ramnath Hela ও Santosh Hela S/o. R. N. Hela সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৪/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৭২৯ নং এফিডেভিট বলে Seth Shaw S/o. Shyamlal Shaw ও Sheth Shaw S/o. S. Shaw সাং গজঘন্টা, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯ শে এপ্রিল, ৬ ই বৈশাখ। শুক্রবার। একাদশী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা ও বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : শুভদিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ, পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের বিদ্যালয়ে নিয়ে যে সমস্যা ছিল, সেটা মিটে যাবে। গৃহ শিক্ষবের আচরণে, যে ঘটনাটি ঘটেছিল তাও মিটে যাবে। উদ্বোদন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। বাণিজ্য ও শুভ দিন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা। নতুন যোগাযোগের দ্বারা দোকান ভূমি সম্পত্তি বিষয় সুখ বৃদ্ধি। জয় তারা দয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃষ রাশি : আজ শুক্র বার সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলা উচিত। পরিবার পরিজন বন্ধু বান্ধবের থেকে দুঃখ প্রাপ্তির দিন। প্রেমিকের কথায় বিতর্ক তৈরি হবে। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথা নিয়ে বিতর্ক। পরিবারের স্বামী স্ত্রীর হয়। বাণিজ্যে অর্থ লাতের পথ আটকে যাবে। আজ বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা। সতর্ক থাকা উচিত ধৈর্য রাখলে শুভ। নিমন্ত্রণ বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে শরীর খারাপের প্রবল সম্ভবনা। হজম সংক্রান্ত কোনো সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। ওম নামো শিবায় বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ শুভ দিন। শুভ যোগাযোগের দ্বারা কর্মে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। চিন্তা করে ভেবে কথা বদলে, দাম্পত্রোও সুখ। বৃদ্ধ দ্বারা কোন শুভ সম্পর্ক তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য খুবই শুভ দিন। উচ্চ বিদ্যা যোগে যারা চেষ্টা করছেন তাদের সফলতা নিশ্চিত বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল দোবান ব্যবসা করেন যারা তাদেরও লাভ-প্রাপ্তির দিন। হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য কলহ থাকবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা যে সমস্যা মুক্তির পথ দেখেছিলেন, আজ তা দুশ্চিন্তায় ভরা থাকাবে। কর্মে বিভ্রান্তিকর অবস্থ্য থাকবে। সকাল বেলায় কোন প্রতিবেশী যারা বিতর্কের সম্ভাবনা। সতর্ক থাকা। ধৈর্য ধরা। যারা ব্যবসা-কাশিজন করেন তাদের ধৈর্য রাখতে হবে। দেবী মাহা লক্ষ্মীর পুতের করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ শুক্র বার সতর্ক থাকুন আজকের দিন। গুপ্ত শর যড়যন্ত্র প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। যে প্রভাবশালী মানুষ কথা দিয়েছিলেন যে, আপনার কাজটা করে দেবেন, তিনি কথা রাখতে পারলেন না, বলে কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ছাত্র হাতীদের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ বিতর্ক দানা বাঁধবে, পরিবারে এক নারীকে কেন্দ্র করে। যারা নতুন বাবসা শুরু করবেন ঠিক করেছেন তারা একটু ধৈর্য ধরুন। নারায়ণ শ্রী বিষ্ণু স্তোত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : সম্প্রতি ছোট ভ্রমণে যাওয়ার জন্য পরিবারে, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। যে মোট ভ্রমণে যাওয়া হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিতর্কিত কোন মানুষের দ্বারা কষ্টপ্রাপ্তি। দুঃখ প্রাপ্তি। বাড়িতে জল কল আলো এই বিষয়ে সঠিক মিস্ত্রির প্রয়োজন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয়। প্রেমিক যুগল ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন। গনেশ স্তোত্রম পাঠ করলে উপকৃত হবেন

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে কোনো ছোট অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। ছোট ভ্রমণের পরিকল্পনা। সুখ -বৃদ্ধি। স্বজন বান্ধর দারা শান্তির বাতাবরণ বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। বাস্তু কৃষি জমি বিষয় কাজ করেন, তাদের হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি আয় বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। পরিবাবে বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত নিন এগিয়ে চলুন হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলো।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শুক্র বার মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে। আজ সুখের দিন। যারা বেতনভুক কর্মচারী তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের, কিন্তু সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাবেন। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের পুরাতন বান্ধব, প্রতিবেশী হারা সহযোগিতা প্রাপ্তির দিন। পরিবারের দাম্পত্য শান্তি। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি বিদ্যা। যোগ শুভ। শিক্ষকেরা যে আচরণে কষ্ট পেয়েছিলেন আজ সেখানে শান্তির বাতাবরণ। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮- বিশ্বপত্র প্রদান করুন শুরু হবে।

ধনু রাশি : সকালের দিকে সতর্কতা অবলম্বন করুন। প্রতিবেশীর দ্বারা বিবাদ বিতর্ক। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পরিবারে এক অশান্তির বাতাবরণ। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি উচ্চারণ করে ধৈর্য রাখলে সন্ধ্যার পর সম্মান প্রাপ্তি। বাণিজ্যের নতুন পাথের সন্ধান। অর্থপ্রাপ্তি। বাড়ি জমি বাস্তু নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার দাম্পত্যের ভুল বোঝাবুঝি চলাবে। ধৈর্য রাখলে উচ্চ বিদ্যা নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের শুভ হবে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ঢানে তুলসী পাত্র প্রদান করুন। নিশ্চয়ই শুভ হবে

মকর রাশি : পরিবেশ, বাড়ি বাস্তু শুভ। আজ সচেতন থাকা ভালো। পরিবারের অনার্থীয় দ্বারা কিছু বিতর্কের তৈরি হবে। পরিবারে দুটি বা তিনটি সন্তান থাকলে তাদের একজনকে নিয়ে কিছু বিতর্ক তৈরি হবে। যা পরিবারে। অশান্তির বাল্যে মেখ আনবে। যাদের বাড়িতে ভাড়াটিয়া আছে কিন্তু বিতর্কের সম্ভাবন্য তাদের সাথে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিজ্ঞপত্র প্রদান করুন, শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ প্রতিভার স্বীকৃতি ১লা নভেম্বর। কর্মে শান্তির বাতাবরণ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কর্মে উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্য অর্থ-প্রাপ্তির প্রবল। যারা ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল কর্মে আছেন, তাদের শান্তির বাতাবরণ। দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিষপত্র ভবনে স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা। ধৈর্য সহ, কথা কম বলে, অন্যের কথাকে মান্যতা দিলে, নিশ্চয়ই শুভ বৃদ্ধি হবে।

মীন রাশি : নতুন ব্যবসায়িক কোনো বড় চুক্তিনা সম্ভাবনা। দৈর্য রাখদে আজ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় প্রতিবেশীর দ্বার সম্মান প্রাপ্তির যোগ। পরিবারের সন্তানের সফলতা। পরিবরে প্রবীণ নাগরিকের কথার মর্যাদা দিলে শুভ। দুর্গা বা কালি শক্তি মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্বলন করুন, শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী
গত ১৮/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৫ নং এফিডেভিট বলে Rahul Prasad S/o. Kamalesh Prasad ও Rahul Rajbhar S/o. Kamalesh Rajbhar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৬/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫১৯৫ নং এফিডেভিট বলে Basudeb Kole S/o. Krishnadhan Kole ও Basudeb Koley S/o. Lt. K. Koley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৬/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫১৯৭ নং এফিডেভিট বলে Manob Bhaumik S/o. Lakshi Bhaumik ও Manab Bhaumik S/o. Lt. L. Bhaumik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৪/০৭/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৮৫৩ নং এফিডেভিট বলে Tapas Chattopadhyay S/o. Harodulal Chattopadhyay ও Tapas Chatterjee S/o. H. D. Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৫/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৮২৫ নং এফিডেভিট বলে Sibani Prasad Ghosh S/o. Jiban Krishna Ghosh ও Shivani Prasad Ghose S/o. Jivan Krishn Ghose সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৫/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৮২৭ নং এফিডেভিট বলে Gopal Chandra Sadhukhan S/o. Rash Behari Sadhukhan ও Gopal Sadhukhan S/o. R. B. Sadhukhan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১২/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Amitabha Basu Roy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bipuleswar Basu Roy ও Bipul Basu Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১৮/০৪/২০২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Supriya Santra D/o. Ratan Shatra নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Supriya নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী
আমি Jamal Munshi 4/12/23 এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিটে Jamal Munshi S/o. Ajijul Haque Munshi ও Jamal Munsai S/o Ajijul Munsai উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম পরিবর্তন
আমি, অক্ষিতা কমলেশ দোশী (অক্ষিতা কে দোশী), কমলেশ কুতী কুমার দোশী এবং কামিনী কমলেশ দোশীর কন্যা, বয়স 27 বছর। জয়া শাহের স্ত্রী, ঠিকানা 31, Allenby Road, L R Sarani, Sterling Apartment, Kolkata-700020, নোটারি পাবলিক/ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট C.M.M.S' কোর্ট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-এর Affidavit no. 6 dated 17.04.2024 অনুযায়ী অক্ষিতা কমলেশ দোশী/অক্ষিতা কে দোশী এবং অক্ষিতা শাহ একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME
I, SHYAMAL PHILIP SARDAR S/O Late Ratan Sardar residing at 4/2T, Convent Lane, Kolkata - 700015, P.S.- Entally do hereby declare vide affidavit no. 4759 dated 27.03.2024 in the court of the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata that my actual and correct name is SHYAMAL PHILIP SARDAR but in my Ration Card, my name is recorded as SHYAMAL SARDAR and in voter card, my name is recorded as PHILIP SARDAR. SHYAMAL PHILIP SARDAR, SHYAMAL SARDAR and PHILIP SARDAR are the same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি ঊষা দেবী অগ্রবালা, স্বামী স্বর্গীয় শ্যামসুন্দর অগ্রবাল, ঠিকানা 28/V/1A, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা- 700054, নোটারি পাবলিক/ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট C.M.M.S' কোর্ট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-এর Affidavit no. 24 dated 10.04.2024 অনুযায়ী ঊষা দেবী অগ্রবালা এবং ঊষা অগ্রবালা একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME
I, Nishi Mukesh Vasa, daughter of Mukesh Rasiklal Vasa, residing at 4A, Ray Street, Flat: 42, P.O.: L.R. Sarani, Kolkata-700020, do hereby declare that Nishi Vasa and Nishi Mukesh Vasa both are the same and one identical person Vide Affidavit No. 5613 dated 08.04.2024 before 1st Class Judicial Magistrate, Alipore, Kolkata.

নাম পরিবর্তন
আমি সৌমী বেরা, স্বামী অভিজ্ঞান বেরা, ঠিকানা A111, Metropolitan Co-operative Housing Society, Canal South Road, Kolkata-700105, নোটারি পাবলিক/ ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট, আলিপুর কোর্ট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, Affidavit দ্বারা সৌমী মণ্ডল নামে পরিচিত হলাম। Affidavit no 2190 dated 09.04.2024। সৌমী বেরা এবং সৌমী মণ্ডলএকই ব্যক্তি।

নাম পদবি পরিবর্তন
আমি শচীন কুমার দাস, পিতা জীবন দাস, ঠিকানা - গ্রাম - শুঁড়িপুকুর পাড়া, পো. এবং থানা - সিউড়ি, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১১০১ এতদ্বারা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় আদালত, সিউড়ি বীরভূম সমীপে হলফনামা দ্বারা জানাইতেছি আমার জন্ম শংসাপত্রে Sachin Kumar Das-এর পরিবর্তে Sachin Das উল্লেখ করা হয়েছে। Sachin Kumar Das এবং Sachin Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পদবি পরিবর্তন
আমি সফিকুল ইসলাম, পিতা আনারুল ইসলাম, ঠিকানা - বড়সিজা, থানা- সাঁইথিয়া, বীরভূম এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সিউড়ি বীরভূম সমীপে হলফনামা দ্বারা জানাইতেছি আমার কন্যার নাম Ajmira হিসেবে জন্ম শংসাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। Ajmira এবং Ajmira Khatun এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পদবি পরিবর্তন
আমরা রাজেন খান এবং আজিমুন্নেসা খাতুন Aahan Khan-এর অভিভাবক, ঠিকানা - লক্ষ্মী নারায়ণপুর, ঘাটগোপালপুর, দুবরাজপুর, বীরভূম এতদ্বারা ফার্স্ট ক্লাস এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, সিউড়ি, বীরভূম সমীপে হলফনামা দ্বারা জানাইতেছি, আমাদের পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে Aahan Khan ভুলবশত Ahan Khan হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। Aahan Khan এবং Ahan Khan উভয়েই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পদবি পরিবর্তন
আমি ধরম লোহার, পিতা শুকদেব লোহার, ঠিকানা - বাগলপুর, পো. রামপুর, থানা - মহম্মদ বাজার, জেলা - বীরভূম, এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সিউড়ি বীরভূম আদালতে হলফনামা দ্বারা জানাইতেছি আমার পুত্র Sarthak Lohar এর নাম ভুলক্রমে জন্ম শংসাপত্রে Sarthar Lohar হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, Sarthak Lohar এবং Sarthar Lohar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

কর্মখালি
IIBF TRAINING প্রাপ্ত প্রতিনিধিদের সুর্বন সুযোগ NATIONAL BANK এর সাথে RECOVERY এর কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা কমিশন ভিত্তিতে আয় করুন জেলা ভিত্তিক TEAM LEADER ও বাইক থাকলে অগ্রাধিকার। নিম্নলিখিত MOB.NO যোগাযোগ করুন : 7003238922. MAILID- promoddas2011@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি
আমমোক্তারনামা

১) শ্রী বিকাশ কর্মকার পিতা স্বর্গীয় কৃপাসিন্ধু কর্মকার ২) শ্রীমত্যা ননীবালা কর্মকার স্বামী স্বর্গীয় জামিনী কর্মকার, উভয়ের সাং সোমড়া আনন্দনগর, পোস্ট সোমরা, থানা বালাগর, জেলাঃ হুগলী বিগত ইং ২১.০৫.২০০৯ তারিখে হুগলী সাবরেজিস্ট্রী অফিসে ৪ নং বহির ০১০৮ নং আমমোক্তার দলিলমূলে আমাদেরকে (১।প্রবীর কুমার সরকার পিতা- গৌরাঙ্গ সরকার সাং সোমড়া, পোস্ট সোমরা, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, ২।প্রদীপ হালদার পিতা নারায়ন হালদার সাং-সুখুরিয়া পোঃ সোমড়া, থানা বলাগড় জেলা হুগলী)ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা বিক্রয় করি।

তপশীল

জেলা হুগলী, মৌজা – সোমড়া, জে.এল-৩৭, এল.আর খতিয়ান ৪৭৪, এল. আর দাগ ৮৭৯, ষোল আনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির পরিমাণ ১৪ শতক।

এতদ্বারা সকলকে আবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ১ মাসের মধ্যে।

ইতি
১।প্রবীর কুমার সরকার ও
২।প্রদীপ হালদার

তাপস কুমার মন্ডল
অ্যাডভোকেট, জেলা জজ কোর্ট, হুগলী

CHANGE OF NAME
I, Harshal Ajay Vasa, son of Ajay Rasiklal Vasa residing at 4, Chakraberia Lane (N), Flat: 4A, P.O.: L.R. Sarani, Kolkata-700020, do hereby declare that Harshal Vasa and Harshal Ajay Vasa both are the same and one identical person Vide Affidavit No. 5614 Dated 08.04.2024 before 1st Class Judicial Magistrate, Alipore, Kolkata.

বিজ্ঞপ্তি
আমমোক্তারনামা

১) নীলিমা(রায়)কর্মকার স্বামী দীনবন্ধু রায় কর্মকার ২) দীবেন্দু রায় কর্মকার পিতা দীনবন্ধু রায় কর্মকার, ১ ও ২ এর সাং ২/২ বাঙ্গুর এভেনিউ, কোল-৫৫, ৩)সুনীতা দে স্বামী হরিহর প্রসাদ দে, সাং বৈচী বাটীকা, পোঃ বৈচী, থানা : পান্ডুয়া, জেলাঃ হুগলী বিগত ইং ২১.০১.২০০৯ তারিখে হুগলী সাবরেজিস্ট্রী অফিসে ৪ নং বহির ০০২০ নং আমমোক্তার দলিলমূলে আমাদেরকে (১। প্রবীর কুমার সরকার পিতা-গৌরাঙ্গ সরকার সাং সোমড়া, পোস্ট সোমরা, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, ২। প্রদীপ হালদার পিতা নারায়ন হালদার সাং-সুখুরিয়া পোঃ সোমড়া, থানা- বলাগড়, জেলা হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা বিক্রয় করি।

তপশীল

জেলা হুগলী, মৌজা – সোমড়া, জে. এল-৩৭, এল.আর খতিয়ান ৪৭৪, এল. আর দাগ ৮৭৯, ষোল আনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির পরিমাণ ৮ শতক।

এতদ্বারা সকলকে আবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ১ মাসের মধ্যে।

ইতি
১। প্রবীর কুমার সরকার ও
২।প্রদীপ হালদার

তাপস কুমার মন্ডল
অ্যাডভোকেট, জেলা জজ কোর্ট, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি
আমমোক্তারনামা

শ্রীমতী চুমকি ঘোষ স্বামী স্বর্গীয় দীপনারায়ান ঘোষ পিতা কালিপদ ঘোষ সাং তিন্না ঘোষপাড়া, পোস্ট তিন্না, থানা পান্ডুয়া, জেলাঃ হুগলী বিগত ইং ১২.১১.২০২১ তারিখে এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাবরেজিস্ট্রী পান্ডুয়া অফিসে ৪ নং বহির ০১৩৬ নং আমমোক্তার দলিলমূলে আমাকে (প্রবীর কুমার সরকার পিতা-গৌরাঙ্গ সরকার সাং সোমড়া, পোস্ট সোমরা, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী,)ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিক্রয় করি।

তপশীল

জেলা হুগলী, মৌজা – সোমড়া, জে.এল-৩৭, এল.আর খতিয়ান ৪৭৪, এল. আর দাগ ৮৭৯, ষোল আনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির পরিমাণ ১১.৩০ শতক ।

এতদ্বারা সকলকে আবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ১ মাসের মধ্যে।

ইতি
প্রবীর কুমার সরকার

তাপস কুমার মন্ডল
অ্যাডভোকেট, জেলা জজ কোর্ট, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

৩ কেন্দ্রের পর্যবেক্ষকদের নাম, ফোন নম্বর ও ই-মেইল আইডি প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৩ কেন্দ্রের পর্যবেক্ষকদের নাম, ফোন নম্বর, এবং ই-মেইল আইডি প্রকাশ্যে আনল নির্বাচন কমিশন। ভোটাররা কোনো ক্ষেত্রে ভোট দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়লে তাঁরা সংশ্লিষ্ট ফোন নম্বর এবং ই-মেইল আইডিতে অভিযোগ জানাতে পারবেন।

পর্যবেক্ষকদের তালিকা

১. কোচবিহার
সঞ্জয় কুমার (ফোন নম্বর - ৯৫৬০৩৩৯৯৬৬), (email ID expenditureobservermdk@gmail.com)
২. আলিপুরদুয়ার- মদন মোহন মীনা (ফোন নম্বর - ৯৪৬২২২৯৭০৩), (Email Id madan.m.meena@incometax.gov.in)
৩. জলপাইগুড়ি- দুর্গেশ তাডভ (Email Id - durgesh.salunke@gov.in)

সাধারণ পর্যবেক্ষক

১. কোচবিহার- রবি কুমার সুরপুর (ফোন নম্বর - ৯৪১৪৫৫১৪৮৫), (Email Id - ravisurpur@ias.nic.in)
২. আলিপুরদুয়ার - পাটিল ইয়ালা গৌড়া (ফোন নম্বর - ৭৩১৯২০৬১৮২), (Email Id - yspatilaaa@gmail.com)
৩. জলপাইগুড়ি - সুধাংশু মোহন সামাল (ফোন নম্বর - ৭৩১৮৭৯৩৬৯৫), (Email Id - generalobserver2024@gmail.com)

পুলিশ পর্যবেক্ষক

১. কোচবিহার - শ্রী কুমার বিশ্বজিৎ (ফোন নম্বর - ৯৪৪০৪৪৬১১১), (Email Id vishwajeet.kumara@ap. gov.in)
২. আলিপুরদুয়ার - শ্রী পুনিত রাষ্ট্রগী (ফোন নম্বর - ৭৩১৯৬৮১৩০), (Email Id - police.observe.apd@gmail.com)
৩. জলপাইগুড়ি - ডক্টর চাকিরালা সামবাশিবা রাও (ফোন নম্বর - ৭৪৭৭৯৪০৮৩৯), (Email Id - policeobserver2024@gmail.com)

রাজ্যে প্রথম কারখানা খুলবে মাদার ডেয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের আওতায় থাকা সংস্থা মাদার ডেয়ারি এরাজ্যে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে প্রথম কারখানা খুলবে। তা থেকে সরাসরি কর্মসংস্থান হতে পারে প্রায় ৪০০। ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবিল প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মণীশ ব্যান্ডলিশ বলেন, 'আগামী দু'থেকে আড়াই বছরের মধ্যে আমরা ডেয়ারি কারখানা তৈরির কাজ শুরু করব। তার জন্য সংস্থার পরিচালন পর্যদ অনুমোদন দিয়েছে। জমি চিহ্নিত করার কাজ শুরু হবে শীঘ্রই।'

এরাজ্যের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি ওই কারখানা থেকে প্যাকেটজাত দুধ, দই, আইসক্রিম-সহ দুগ্ধজাত পণ্য যাবে উত্তর-পূর্বের রাজ্য এবং ওড়িশার কিছু অংশে। এরাজ্য থেকে মাদার ডেয়ারির বছরে ব্যবসা আসে প্রায় ৭০০ কোটি টাকার, জানিয়েছেন এমডি। বর্তমানে তাঁদের ব্যবসার অঙ্ক ১৫ হাজার কোটি টাকা। চলতি অর্থবর্ষে তা অন্তত ২৫ শতাংশ বাড়বে বলে আশাবাদী তিনি। যেহেতু ভালো গরম পড়েছে, তাই এরাজ্য থেকে আইসক্রিম বিক্রি গতবারের তুলনায় ৫০ শতাংশ বাড়তে পারে বলে মনে করছেন।

পদত্যাগ করলেন মুকুটমণি অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভায় গিয়ে পদত্যাগ করলেন রানাঘাটের বিজেপি বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী। তাঁকে এ বার লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। ভোটের আগেই বিজেপি ছেড়ে তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। রানাঘাট কেন্দ্র থেকেই তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। ভোটে লড়ার আগে তাই বিধায়ক পদ ছাড়লেন মুকুটমণি। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় গিয়ে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে পদত্যাগপত্র জমা দেন রানাঘাটের তৃণমূল প্রার্থী। তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছেন স্পিকার। তিনি বলেন, 'মুকুটমণি অধিকারী পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই তিনি বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। কেউ ওঁকে এই কাজ করতে প্ররোচিত করেননি, কোনও ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি। আমি ওঁর উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েছি এবং পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছি।'

বিশিষ্ট পরিচালক তরুণ মজুমদারের ছবির পোস্টার নিয়ে ক্যালেন্ডার সেরামের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তরুণ মজুমদারের ছবি। এই কটা শব্দ বলে দেয় অনেক কথা। একটা ছবি যা পরিবারের সাথে ভালো সময় কাটানোর, ভালো অভিনয় উপভোগ করার সাথে অনেক ভালো গানের সম্ভার পাওয়া। এই উপাদান গুলো ছিল ওঁর ছবির ভীত। ছবির গল্প বলিয়ে হিসেবে খুব সহজ সরল ভাবে ছবিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন। যদিও প্রথম দিকে নিজের একার নামে ছবি পরিচালনা করেননি। যাত্রিক এর ছত্রছায়ায় ছবি পরিচালনা শুরু করেন উত্তম কুমার ও সুচিত্রা সেন অভিনীত চাওয়া পাওয়া ছবি দিয়ে। সেই ছবির তিন পরিচালকের মধ্যে একজন ছিলেন তরুণ মজুমদার। যথেষ্ট সফল হয় সেই ছবি। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এর উদ্যোগে এক সন্ধ্যা বহু সুর গত ১১ এপ্রিল, ২০২৪ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বিকেল ৫টা থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ছিল গীতি আলেখ্য তরুণ গাথা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিকল্পনা, গ্রন্থনায়, পরিচালনায় , ভাষ্যপাঠে ছিলেন সংস্থার সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য । পরে সঙ্গীত পরিবেশন করে 'দোহার'। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এর উদ্যোগে তরুণ মজুমদারের ছবির গান নিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ছিল আরো এক বিশেষ চমক। বাংলা নববর্ষে তরুণ মজুমদারের ছবির পোস্টার, বুকলেট কভার দিয়ে এক দৃষ্টিনন্দন ক্যালেন্ডার প্রকাশ হয় এই দিন। এতে আছে যাত্রিক এর চাওয়া পাওয়া, স্মৃতি টুকু থাক থেকে তরুণ মজুমদারের একক ভাবে পরিচালিত ছবি পলাতক, বালিকা বধূ, কুহেলী, ফুলেশ্বরী এর মতো ছবির পোস্টার, বুকলেটের ছবি সুদীপ্ত চন্দের সংগ্রহ থেকে। ছবির প্রচারে ব্যাবহৃত এই সকল মাধ্যমকে নববর্ষের প্রাক মুহূর্তে বাংলা ক্যালেন্ডারে প্রকাশ করা এ এক অভিনব বাঙালিয়ানার উদযাপনই বটে। অনুষ্ঠান দুটো ভাগে হয়। প্রথম ভাগে তরুণ মজুমদারের ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রয়োগ, পরে মূলত হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত গানের সম্ভার পরিবেশিত হয়। সঞ্জীব আচার্য্য জানান, 'তরুণ মজুমদারের ছবি মানেই গান সুপার হিট হবেই। আর রবীন্দ্র সংগীতের এক অপূর্ব ব্যাবহার ওঁর ছবিতে দেখা গেছে। এই দুই মিলিয়েই গীতি আলেখ্য তরুণ গাথার পরিকল্পনা করেছি।'

কমিশন বিজেপির ধামাধরা: ববি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হাওড়ার দাসনগরে একটি গণ বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে উদয়ন গুহকে নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মন্ত্রী দাবি করে বলেন, ' ও জানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে কোনও কাজ করেননি, তাই এখন এইসব করে নির্বাচন কমিশনকে ব্যস্ত রাখছে। এগুলো হলো নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা,আর নির্বাচন কমিশনও বিজেপির ধামাধরা হয়ে কাজ করছে। মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূলকেই ভোট দেবেন।' এছাড়াও মন্ত্রী আরও দাবি করে বলেন, 'আমরা ৪২ দিয়ে শুরু করেছি, পরবর্তীতে ৪২০ টি আসনে প্রার্থী দেব'। যদিও মন্ত্রীর উল্লেখ করা ৪২০ সংখ্যা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ে নি বিজেপির নেতৃত্ব। বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রায় বলেন, 'যিনি গার্ডেনরিচকে মিনি পাকিস্তান বানিয়েছেন, যার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আছে, তিনি ৪২০ সংখ্যাকেই বেছে নেবেন। ববি হাকিম আর ৪২০ সমার্থক।'

বাঁকুড়া চায় আসুক শিল্প, উন্নত হোক পরিকাঠামো

প্রথম পাতার পর...

তবে ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে খড়কুটোর মতো ভেঙে পড়ে বাম দুর্গ। ৯ বারের বাকুঁড়ার সাংসদ বাসুদেব আচারিয়াকে পরাস্ত করতে তৃণমূল থেকে প্রার্থী করা হয় তারকা প্রার্থী মুনমুন সেনকে। গ্রাম বাংলার মন জয় করতে বেশি বেগ পেতে হয়নি মুনমুনকে। মুনমুনের জনপ্রিয়তায় ভর করে প্রথমবার বাঁকুড়া নিজেদের দখলে আনে তৃণমূল। মুনমুন সেন পান ৪ লাখ ৮৩ হাজার ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বামেদের বাসুদেব আচারিয়া পান ৩ লাখ ৮৪ হাজার ভোট। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাঁকুড়ায় শক্তিবৃদ্ধি ঘটতে দেখা যায় বিজেপির। ভোট শতাংশ এক লাফে বৃদ্ধি পায় প্রায় ১৬ শতাংশ। সেবার সুভাষ সরকার পান ২ লাখ ৫১ হাজার ভোট। অন্যদিকে, বঙ্গ রাজনীতি থেকে বিলুপ্তির পথে হাঁটতে থাকা কংগ্রেসের নীলমাধব গুপ্ত পান প্রায় ২২ হাজার ভোট।

২০১৪-এর পদ্ম শিবিরের উত্থানের প্রভাব পড়ে ২০১৯-এর নির্বাচনে। সেবারেও ফের একবার সুভাষ সরকারের উপরেই ভরসা রাখে বিজেপি। তবে তৃণমূলের তরফ থেকে প্রার্থী করা হয় পোড় খাওয়া দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ রাজনীতিক প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে। সুব্রতবাবু তখন রাজ্যের মন্ত্রীও বটে। সুব্রত মুখোপাধ্যায় আর সুভাষ সরকারের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখেন বাঁকুড়াবাসী। সেবার দেশ জুড়ে উঠেছিল মোদি ঝড়। কিছুটা তারও প্রভাবে সুব্রতবাবুকে নির্বাচনে পরাস্ত করে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের দখল নেয় বিজেপি। ৬ লাখ ৭৫ হাজার ভোট পান বিজেপির সুভাষ সরকার। রেকর্ড ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুব্রত মুখোপাধ্যায় পেয়েছিলেন ৫ লাখের কিছু বেশি ভোট। বঙ্গ রাজনীতিতে গুরুত্ব কমতে থাকা বাম প্রার্থী অমিয় পাত্র পান এক লাখের কিছু বেশি ভোট। কংগ্রেসের দীপক কুমার সাঁতরা পান ২০ হাজারের কিছু বেশি ভোট।

তবে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকুড়ার এই সাত বিধানসভা আসনে এক মিশ্র প্রভাব নজরে আসে। বাঁকুড়া, রঘুনাথপুর, শালতোড়া ও ছাতনা, এই চার বিধানসভা কেন্দ্র যায় বিজেপির দখলে। অন্যদিকে রানিবাঁধ, রায়পুর ও তালডাংরার দখল নেয় তৃণমূল। একুশের নির্বাচনে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের চারটি বিধানসভায় বিজেপির এই সাফল্যের নেপথ্য কারিগর অবশ্যই বিজেপি সাংসদ তথা মন্ত্রী সুভাষ সরকার বলেই মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

২০২৪-এও বিজেপির ভরসা সেই সুভাষ সরকারের উপরেই। অন্যদিকে তৃণমূলের তরফে প্রার্থী করা হয়েছে অরূপ চক্রবর্তীকে। বাঁকুড়ার রাজনীতিতে এখন জল্পনা একটাই, নিজেদের হারানো জমি তৃণমূল পুনরুদ্ধার করতে পারবে কি না। নাকি এবারও বাঁকুড়ার রুক্ষ মাটিতে ফুটবে পদ্মই! তবে এই লড়াইয়ে মজতে রাজি নন বাঁকুড়াবাসী। তাঁদের দাবি, বাঁকুড়ায় যেন শিল্প আসে এবং সেই শিল্পের হাত ধরেই যেন চাকরি পায় বাঁকুড়ার মানুষ। সঙ্গে তাঁরা চান বাঁকুড়ার সর্বাঙ্গীন পরিকাঠামোগত উন্নয়নও।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ১৯ এপ্রিল ২০২৪ ৬ বৈশাখ ১৪৩০ শুক্রবার

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আদালতে ৩০০ পাতার চার্জশিট জমা দিল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ৩০০ পাতার চার্জশিট জমা করল ইডি। এসএসসির নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বৃহস্পতিবার ইডির বিশেষ আদালতে এই চার্জশিট জমা দিয়েছে তারা। মূল চার্জশিটের পাশাপাশি ১৭ হাজারেরও বেশি পাতার নথিও আদালতে জমা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। চার্জশিটে অভিযুক্তের তালিকায় রয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-র প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিন্‌হা, 'মিডলম্যান' প্রসন্ন রায়-সহ ১৮ জন এবং ৯০টির বেশি সংস্থার নাম।

চার্জশিটে অভিযুক্তের সংখ্যা ১০০ জনের বেশি। ইডি মনে করছে, এই মামলায় একাদশ-দ্বাদশ অযোগ্য প্রার্থীদের সংখ্যা ১১২০ জনের কাছাকাছি। নবম-দশমে সেই সংখ্যা ৯৪৬ জনের কাছাকাছি। এই মামলায় একাধিক 'এজেন্ট' এবং 'মিডলম্যান' জড়িত রয়েছেন বলেও চার্জশিটে দাবি করেছে ইডি।

উল্লেখ্য, নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে ২০২২ সালের ১০ অগস্ট

অভিযুক্তের সংখ্যা শতাধিক

এসএসসির উপদেষ্টা কমিটির প্রাক্তন প্রধান শান্তিপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। তার আগে ওই বছরের ৩ এপ্রিল নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হন তিনি। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে ভুয়ো নিয়োগপত্র দেওয়ার অভিযোগ ছিল শান্তিপ্রসাদের বিরুদ্ধে। গ্রুপ সি মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। নিয়োগ সংক্রান্ত যে উপদেষ্টা কমিটি তৈরি করেছিলেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তার চেয়ারম্যান পদে বসানো হয়েছিল শান্তিপ্রসাদকে। অভিযোগ, তাঁর আমলেই মূলত নিয়োগ দুর্নীতি হয়।

অন্য দিকে, নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত দু'টি মামলার তদন্তে নেমে প্রসন্নের নাম পেয়েছিল সিবিআই। গ্রুপ ডি নিয়োগ মামলা এবং নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগ মামলা। প্রসন্নকে এর পরে গ্রেপ্তারও করেছিল সিবিআই। তবে গ্রেপ্তার করা হলেও প্রসন্নের বিচার শুরু হয়নি। চার্জশিট দেওয়ার পর নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলেও তার প্রেক্ষিতে কোনও পদক্ষেপ না করায় বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন প্রসন্ন। বেশ কিছু শর্ত দিয়ে সিবিআইয়ের মামলায় তাঁকে জামিন দেয় শীর্ষ আদালত। এর পর তাঁকে ইডি গ্রেপ্তার করে। শান্তিপ্রসাদ এবং প্রসন্ন, দু'জনকেই দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি। আদালতে ইডির জমা দেওয়া চার্জশিটে উঠে এল তাঁদের নাম।

কেন্দ্র প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ, রাজ্যের শাসকদল 'নিমজ্জিত' একাধিক দুর্নীতিতে

বিজেপি-তৃণমূলকে ভোট না দেওয়ার আহ্বান বাম ইস্তাহারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'ভারতের সংবিধান ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে বিজেপিকে পরাস্ত করুন। রাজ্যকে বাঁচাতে দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাস্ত করুন।' লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যবাসীর কাছে এমনই আবেদন জানান বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই আবেদন জানিয়ে তাদের ইস্তেহার একটি পুস্তিকা আকারেও প্রকাশ করা হয়। এই ইস্তেহারের প্রতি ছত্রে উল্লেখ করা হয়, প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও, কোন কোন ক্ষেত্রে তা পূরণ করতে পারেনি কেন্দ্র। সঙ্গে উল্লেখ করা হয়, রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক দুর্নীতির অভিযোগও। বামেদের ইস্তেহারে তুলে ধরা হয়েছে, কীভাবে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চাকরি- প্রতি ক্ষেত্রে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার গুচ্ছ গুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আর তা কতটা পূরণে সফল। সঙ্গে কেন বিজেপি-তৃণমূলকে ভোট নয়, সেটাই বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে বামেদের ইস্তেহারে। বামেদের ইস্তেহারে কৃষক, শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার আশ্বাস দেওয়া হয়। মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহ্বান করা হয়।

বিমান বসু বলেন, 'গত ১০ বছরে ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থা সব থেকে বেশি আক্রান্ত হয়েছে। সংসদের অধিবেশন বেনজির ভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। দু'দিনে ১৪৬ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। আলোচনা ছাড়া একাধিক বিল পাশ করানো হয়েছে। দেশকে বিরোধীমুক্ত করার জন্য বেআইনি কার্যকলাপ রোধ আইন (ইউএপিএ), জাতীয় সুরক্ষা আইন (এনএসএ), অর্থ পাচার রোধ ইন (পিএমএলএ) কঠোরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।' এদিকে এদিনের বামফ্রন্টের পুস্তিকায় মূল্যবৃদ্ধি, কৃষকদের সমস্যা, অর্থনৈতিক বৈষম্যের মতো একাধিক বিষয় উঠে এসেছে। বিমান বসু বলেছেন, 'এই লোকসভা নির্বাচন দেশ বাঁচানোর, সংবিধানকে রক্ষা করার।' সঙ্গে তিনি এও জানান, 'বিজেপি মনুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী, তাই আজ তফসিলি, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর আক্রমণ সব থেকে বেশি।'

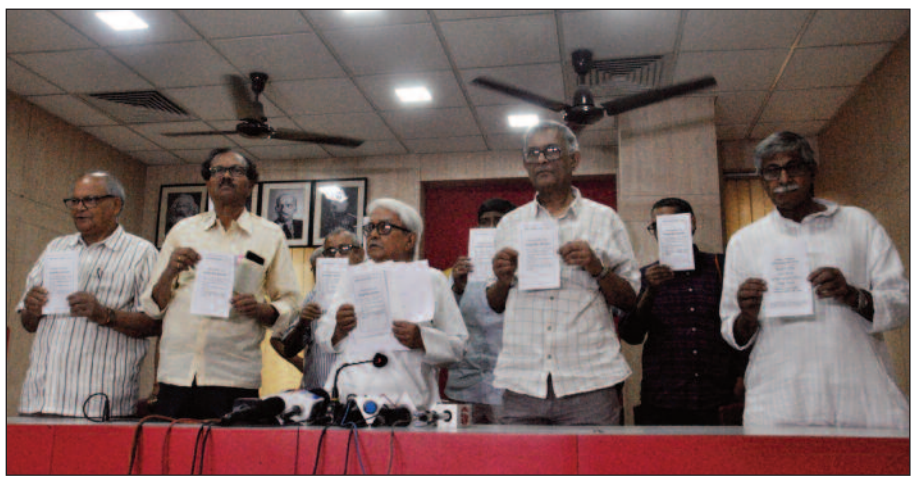

বিজেপির পাশাপাশি তৃণমূলকেও তিনি আক্রমণ করেন। বিমান বসু বলেন, 'এই সরকার মিষ্টি হাব করতে চেয়েছিল পারেনি। কিন্তু দুর্নীতির একটা হাব তৈরি করেছে।' একইসঙ্গে তৃণমূলের ইস্তাহারকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'লেখা আছে জনগনের গর্জন বাংলা বিরোধীদের বিসর্জন, তৃণমূল করবে অধিকার অর্জন। যাদের বাংলা বিরোধী বলছেন তাদের সাথে ১৯৯৮-৯৯ সালে কেন্দ্রে মন্ত্রী ছিলেন, তারপর আবার ২০০৩-২০০৪ সালে মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। এরপর তৃণমূলের সাহায্যে লোকসভায় বিজেপি'র প্রার্থী হয়ে তপন শিকদার, জুলু মুখার্জিরা জয়ী হয়েছেন এই রাজ্য থেকে।' এরই পাশাপাশি তিনি তৃণমূলের ইস্তেহারকে কটাক্ষ করে বলেন, 'তৃণমূলের ইস্তাহার হচ্ছে রাজনৈতিক ঠাকুমারঝুলি। দেশের ভোট এটা, এখানে দিদির শপথের মানে কি? তৃণমূলের নেতারা মনে করে লক্ষীর ভান্ডার ওঁদের ব্যাক্তিগত সম্পত্তি। ভুল। সমাজিক প্রকল্প চলে মানুষের করের টাকায়। এই সব প্রকল্প কোনও দয়ার দান নয়।'

এরই পাশাপাশি রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র অশান্তি প্রসঙ্গে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বলেন, 'আরএসএসের নির্দেশ মেনে হাইকোর্টের নির্দেশকে অমান্য করে এরাজ্যে বিজেপি এবং তৃণমূল রামনবমীর মিছিল করেছে। এই অশান্তি দুই দলের প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার ফলাফল।'

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে শাসকদল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাত পোহালেই রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন। তার আগে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কমিশনে শাসকদল। এবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানাল তৃণমূল। লোকসভা ভোটে বেআইনিভাবে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তোলা হয়েছে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে। রাত পোহালেই রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন। তার আগে কমিশনে শাসকদলের নালিশ ঘিরে আরও একবার চরমে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত। তৃণমূলের অভিযোগ, যে কেন্দ্রগুলিতে ভোট, সেখানে বেআইনিভাবে প্রবেশের চেষ্টা করছেন রাজ্যপাল। তাঁকে যেন অবিলম্বে আটকানো হয়, এই আর্জি জানিয়ে কমিশনে চিঠিও দেয় তৃণমূল।

১৯ তারিখ আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার- এই তিন কেন্দ্রে নির্বাচন রয়েছে। বিধি অনুযায়ী ১৭ তারিখ থেকে ওই তিন এলাকায় 'সাইলেন্ট পিরিয়ড' শুরু হয়ে যায়। তখন ওই এলাকায় কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তির গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত থাকে। রাজ্যপাল ভোট চলাকালীন সরেজমিনে কোচবিহারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন। রাজ্যপাল বলেছিলেন, ভোট চলাকালীন তিনি নিজে কোচবিহারে থাকবেন। কিন্তু তাতে অনুমতি দেয়নি নির্বাচন কমিশন। ভোটপর্বে কোচবিহার উত্তপ্ত হয়ে ওঠার ঘটনা অতীতে রয়েছে। এর মধ্যে শীতলকুচি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই ভোটপর্বে সেখানকার আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখার জন্য কোচবিহারে থাকতে চেয়েছিলেন রাজ্যপাল। সেক্ষেত্রেও কমিশন রাজ্যপালকে অনুমতি না দেওয়ায় তিনি কোচবিহারে যাওয়ার থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন।

এদিকে রাজ্যপালের কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের তিন লোকসভা কেন্দ্রে যাওয়ার ঘটনাকে ইস্যু করেছে তৃণমূল। নির্বাচন কমিশনের কাছে যে চিঠি দিয়েছে, তাতে রাজ্যপালকে 'পলিটিক্যালি এক্সপোসড' বলেও উল্লেখ করেছে শাসকদল। দেখা গিয়েছে, এর আগেও ভোটপর্ব চলাকালীন রাজ্যপাল সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। যদিও কমিশনের বাধায় তিনি যেতে পারেননি।

এদিকে রাজ্যপাল সাংবিধানিক প্রধান। এর আগেও রাজ্যের বিভিন্ন উপদ্রুত এলাকায় গিয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী, ভোটপর্ব চলাকালীনও তিনি ওই এলাকায় যেতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে শাসকদলের বক্তব্য, যেহেতু ভোটের সময়ে আইন শৃঙ্খলার গোটা বিষয়টিই নির্বাচন কমিশনের আওতায়। সেক্ষেত্রে রাজ্যপালের যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে শাসকদল।

উত্তর কলকাতাতেও সামনে এল হেলে পড়া বাড়ির ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিউটাউনের পর এবার উত্তর কলকাতার মানিকতলা। পাঁচটা বাড়ি হেলে পড়ার খবর সামনে এল। মুখোপাধ্যায় পরিবারের বাড়ি-সহ পাঁচটি বাড়িকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ২৮,২৯ নম্বর বহুতলের বাসিন্দাদেরও সতর্ক করা হয়েছে। বাড়িগুলি কতটা বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে, তা নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের পরামর্শ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বোরো আধিকারিকরা অবশ্য এ ব্যাপারে এখনও মুখ খোলেননি।

কলকাতা পুরনিগমের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের মুরারিপুকুর। বাইরে থেকে দৃশ্যত ঝাঁ চকচকে মুখার্জি পরিবারের বাড়ি। পাঁচ তলা। সোজাসুজি বাড়ির সামনে দাঁড়ালেই বোঝা যাচ্ছে বাঁ দিকে হেলে পড়েছে বাড়ি। ওই অবস্থাতেই বসবাস করছেন বাসিন্দারা। প্রায় ২২-২৩ বছর আগে বানানো হয়েছিল এই বাড়ি। তবে বাড়ির এক বাসিন্দা জানান, 'এখানে অনেক দিন ধরেই রয়েছি। প্রথম যখন বাড়ি বানিয়েছিলাম, তখন সামান্য একটু ট্যারা ছিল। তারপর আস্তে আস্তে বসেছে। এখন আমরা কী করব, কোথায় যাব? আমাদের এখন ভয় লাগার পরিস্থিতিও নেই। পুরসভার নজরে বিষয়টা এসেছে। আমাদের বলেছে ভালো ইঞ্জিনিয়ার ডেকে বিষয়টা দেখিয়ে নিতে।'

এদিকে নিউটাউনের সিএ, সিডি, ডিবি ব্লকে হেলে পড়ার ছবি সামনে আসতে এনকেডিএ-এর এক অধিকর্তা জানান, এমন ঘটনার কারণ হচ্ছে আনইক্যুয়াল সেকেলমেন্ট অফ সয়েল। অর্থাৎ মাটিরই সমস্যা। কিন্তু পুরো বিশ্লেষণটা কোনও মাটি বিশেষজ্ঞদের পক্ষেই বলা সম্ভব।

তেজপাতার মতো ব্যবহার করা হচ্ছে সংখ্যালঘুদের, দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রান্নায় বাড়তি স্বাদ আর সুগন্ধি আনতে 'তেজপাতা' ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রান্না হয়ে যাওয়ার পর সেই তেজপাতা ফেলে দেওয়া হয়। ঠিক তেমনই সংখ্যালঘুদের এখন তেজপাতার মতো ব্যবহার করছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার সকালে বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে বেরিয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, 'একটা সময় সংখ্যালঘুরা তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্ক ছিল। কিন্তু সংখ্যালঘুরা এখন তৃণমূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ওরা-ও বুঝে গিয়েছেন শুধু ভোট নেবার জন্য তাদের ব্যবহার করা হয়। আর ভোট মিটলেই তেজপাতার মতো তাঁদের ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়।' বিজেপি প্রার্থীর কথায়, বীজপুর কেন্দ্রের কাঁচড়াপাড়া শহরের উন্নয়ন না হলেও, শুধু ভাগাড়ের উন্নয়ন হয়েছে। কারণ, ভাগাড়ের পচা গন্ধে বাসিন্দাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। ভাগারের দুর্গন্ধে এলাকার শিশুদের এবং বয়স্ক মানুষজনের শ্বাসকষ্ট বাড়ছে। তাঁর দাবি, ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জমি কেনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয়। অথচ পুরসভাগুলো সেই টাকা কাজে লাগায় না। এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, রাত ন'টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত পুরসভা চলে। আর ব্যবসায়ীদের পিটিয়ে টাকা তোলার কাজ চলে। এদিন তিনি বীজপুর কেন্দ্রের কাঁচড়াপাড়ার কুমোর পাড়া ম্যাক্স মলের কাছ থেকে ভোট প্রচার শুরু করে বিস্তীর্ন অঞ্চল পরিক্রমা শেষে একতা সংঘ ক্লাবের কাছে প্রচার শেষ করেন।

বিজেপিতে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্র জুড়ে তৃণমূলে ভাঙন অব্যাহত। বৃহস্পতিবার ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতা রাজ বিশ্বাস সদলবলে বিজেপিতে যোগ দিলেন। নৈহাটির দলীয় কার্যালয় সিং ভবনে এদিন রাজ-সহ তাঁর অনুগামীদের হাতে পদ্ম পতাকা তুলে দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং ও মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। যোগদান পর্বে হাজির হয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং দাবি করলেন, 'আগামী দিনে ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রে তৃণমূল বলে কিছুই থাকবে না। তাঁর যুক্তি, তৃণমূলে ১০ শতাংশ কর্মী লুটেপুটে খাচ্ছে। আর বাকি ৯০ শতাংশ কর্মী পুরোপুরি বঞ্চিত। ঘাসফুলের বঞ্চিতরা তৃণমূলের সঙ্গে নেই।' বিজেপিতে যোগ দিয়ে রাজ বিশ্বাস বলেন, 'তৃণমূলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তোলাবাজি থেকে শুরু পুকুর ভরাট-সহ নানান অবৈধ কাজকর্মে তারা লিপ্ত। তৃণমূলের বর্তমান হাল দেখে বিজেপিতে যোগ দিলাম।'

অসুস্থ মুকুল রায়, ভর্তি কলকাতার হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অসুস্থ মুকুল রায়। কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তড়িঘড়ি বৃহস্পতিবার নিয়ে আসা হয় তাঁকে। পরিবার সূত্রে খবর, শরীরও যথেষ্ট দুর্বল হয়ে গিয়েছে মুকুল রায়ের। একইসঙ্গে এও জানা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই পারকিনসন ও ডিমনেশিয়া রোগে ভুগছেন তিনি। বেশ কিছুদিন ধরে বাড়িতে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করতে পারছিলেন না তিনি। শরীর সেই কারণেই অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। এরপরই কাঁচরাপাড়া থেকে কলকাতা নিয়ে এসে হাসপাতালে ভর্তি করানোর কথা জানান চিকিৎসকরা।

এই প্রসঙ্গে পুত্র শুভ্রাংশু রায় জানান, বাবার সুগার লেভেল কিছুটা বেড়েছে। কিছুদিন ধরে বাবা ভালো করে খাওয়া দাওয়া করছিলেন না। সেই কারণেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে কাঁচড়াপাড়ার বাড়িতেই থাকতেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর

চিকিৎসা চলছিল। কিছুদিন আগেই তাঁর বাড়িতে ইডি আধিকারিকরা জিজ্ঞাসাবাদ করতে যান। যদিও, দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের বাইরে রয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, একসময়, তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মুকুল রায়। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বস্ত সৈনিক হয়েও গেরুয়া শিবিরে নাম লেখান তিনি। পরবর্তীকালে বিজেপির হয়ে দলীয় কর্মকাণ্ডে দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তিনি। এরপর ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন মুকুল রায়। নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় লড়েছিলেন তিনি। সেই নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিজেপির বিধায়ক হন মুকুল রায়। যদিও, বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর ফের তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন হয় মুকুল রায়ের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে ফিরে আসেন তিনি। যদিও নিজের বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেননি তিনি।

পানীয় জল পৌঁছে দিতে তৈরি কলকাতা পুরসভার কুইক রেসপন্স টিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দাবদাহ অগ্রাহ্য করে কলকাতাতে লোকসভা ভোটের প্রচার তুঙ্গে। এরই মাঝে কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের কোনও প্রান্তে যাতে পানীয় জল সরবরাহ নিয়ে অভিযোগ না ওঠে, সেই দিকে কড়া নজর রাখছে পুরসভার জল সরবরাহ বিভাগ। অভিযোগ পাওয়ামাত্র দ্রুত সেই এলাকায় পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য কর্মীদের নিয়ে 'কুইক রেসপন্স টিম' প্রস্তুতও রেখেছে তারা।

বিশেষ করে এই ব্যবস্তা নেওয়া হয়েছে যাদপুর, টালিগঞ্জ, বেহালা, গার্ডেনরিচের মতো সংযোজিত এলাকার ক্ষেত্রে। প্রসঙ্গত, কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ভোটের আগেই পুরসভার সব কাউন্সিলারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কারও ওয়ার্ডে জল সরবরাহে সমস্যা হলে সরাসরি তাঁকে ফোন করে জানাতে। এর পরেই কুইক রেসপন্স টিম তৈরি করা হয় বলে পুরসভা সূত্রে খবর। এদিকে কলকাতা পুরসভার জল সরবরাহ দপ্তর সূত্রে যে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে তাতে শীতের মরশুম শেষ হলেই মোটামুটি দোল পূর্ণিমার সময় থেকে শহরের বাসিন্দারা দ্বিগুণ জল ব্যবহার শুরু করেন। গরম যত বাড়তে থাকে, জলের প্রয়োজনও বাড়তে থাকে। জলের ব্যবহার ক্রমশ কমতে থাকে নভেম্বর মাসের শেষ থেকে। প্রতি বছর গরমে যাদবপুর, টালিগঞ্জ, বেহালা এবং গার্ডেনরিচের মতো সংযোজিত এলাকায় জলের সঙ্কট দেখা দেয়।

চাঁদনিতে আচমকা আগুন একাধিক গাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরের বুকে আচমকা আগুন ধরে গেল একটি গাড়িতে। আর তা থেকে আগুন ছড়াল সংলগ্ন আরও একাধিক গাড়িতে। বৃহস্পতিবার এমনই ঘটনা ঘটে কলকাতার চাঁদনি চক এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই বলেই জানা যাচ্ছে।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন বেলা ১২টা ২৩ নাগাদ আচমকা জ্বলে ওঠে রাস্তার ধারে দাঁড় করান একটি গাড়ি। সেই সময় অবশ্য গাড়িতে কেউ ছিলেন বলে বলেই জানা গিয়েছে। তারপর সেই গাড়ি থেকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা অন্যান্য গাড়িতেও ছড়িয়ে পড়ে আগুন। খবর যায় দমকলে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৪ টি ইঞ্জিন। তবে ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ার

কারণে দমকল কর্মীদেরও এলাকায় পৌঁছতে বেশ খানিকটা বেগ পেতে হয়। দমকলের ৪টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় ১২টা ৫০ মিনিট নাগাদ নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। তবে কোনও গাড়ির চালক বা সওয়ারির ক্ষতি হয়নি বলেই জানিয়েছএন দমকল আধিকারিকেরা। তবে ঠিক কী কারণে এই আগুন, সেটা অবশ্য এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে দমদম পার্কের কাছে আরও একটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। মাঝ রাস্তাতেই হঠাৎ দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে বিলাসবহুল ওই গাড়িটি। দেখা মাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে যান কর্তব্যরত ট্র্যাফিক পুলিশ কর্মীরা। তড়িঘড়ি আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয়। তাতেই এড়ানো যায় বড়সড় বিপদ। সেই অগ্নিকাণ্ডেও হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। এই ঘটনারও কয়েকদিন আগে হাওড়া ব্রিজের উপরে ব্যস্ত সময়ে একটি চার চাকা গাড়িতেও আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার জেরে প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট ধরে হাওড়া সেতুর উপরে যান চলাচল বন্ধ থাকে

সম্পাদকীয়

ওষুধের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে নির্বাচনী বন্ড কেনার সম্পর্ক আছে বলে মনে করা ঠিক নয়

নির্বাচনী বন্ড চালু হওয়ার আগে ওষুধের কোম্পানিগুলো কি রাজনৈতিক দলগুলোকে টাকা দিত না? যে দল ক্ষমতায় থাকে, সে দলই চাঁদা পায়। দেখা যাচ্ছে, কোনও কোম্পানির দফতরে আয়কর হানায় বহু কোটি টাকা উদ্ধার করার পর কেনা হয়েছিল বন্ড। প্রশ্ন হল, কোম্পানির দফতরে এত নগদ টাকা কেন থাকবে? ওষুধের খুচরো বিক্রি ভিন্ন অন্য কোনও স্তরে নগদে লেনদেন হয় না। বন্ড ক্রেতাদের অনেকে বিভিন্ন বেনিয়মে অভিযুক্ত। এটাও দেখা যাচ্ছে, যে সব সংস্থা ভারতের ভেষজ বাজারে কোনও ব্র্যান্ডেড ওষুধ বিক্রিই করে না, অথবা বাজারে পিছনের সারিতে রয়েছে, সেই সংস্থাই বেশি মূল্যের বন্ড কিনেছে। ২০২৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রায় আঠারো হাজার কোটি টাকার ওষুধ বিক্রি হয়েছিল ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে। তার কম-বেশি ৪৬ শতাংশ প্রথম দশটি ওষুধ বিক্রয়কারী সংস্থার, যদিও ভারতে তিন হাজারের কিছু বেশি ওষুধের কোম্পানি রয়েছে, এগারো হাজারের কাছাকাছি ওষুধ তৈরির কারখানা আছে। উল্লেখ্য, এই দশটি কোম্পানির মধ্যে কেবলমাত্র একটাই বহুজাতিক কোম্পানি। আর বাকি ন'টি দেশি কোম্পানির নব্বইয়ের দশকেও ওষুধের বাজারে তেমন উপস্থিতি ছিল না। লক্ষণীয়, অধিকাংশ ওষুধ সংস্থার কেনা নির্বাচনী বন্ডের মূল্য সেই সব সংস্থার বিক্রির তুলনায় বেশ কম। বন্ড কেনানো হয়েছে ভীতি প্রদর্শন, বা কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে ওঠা বেনিয়মের অভিযোগ ধামাচাপা দেওয়ার জন্য, হয়তো বহু মূল্যের টেন্ডার পাওয়ার জন্য। এই পরিস্থিতির কারণ বহুবিধ; কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম মন্ত্রকের দ্বারা গঠিত সেলস প্রোমোশনের কর্মীদের স্থায়ী ত্রিপাক্ষিক কমিটির মিটিং সাত বছর ডাকা হয়নি। বিগত ৯ বছর ভারতের শ্রম সম্মেলন সংঘটিত হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে, সরকার-পরিচালিত ওষুধ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের নজরদারি, ওষুধের গুণমান ঠিক রাখতে নজরদারি, ওষুধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের উপর কঠিন নজরদারির প্রক্রিয়া নিষ্ক্রিয় রয়েছে। আরও অনেক সমস্যা রয়েছে। স্মরণে থাকবে করোনা অতিমারি চলাকালীন কয়েকটি ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা 'অনুদান' পেয়েছিল কোভিডের ভ্যাকসিন তৈরির চেষ্টা করার জন্য। একটি কোম্পানির ভ্যাকসিনই ব্যবহার করা হয়েছিল ব্যাপক ভাবে, অন্য একটি সংস্থা রাশিয়ার উৎপাদিত ভ্যাকসিন ভারতে নিয়ে আসে। আর একটি কোম্পানির ভ্যাকসিন কেউ নিয়েছে বলে জানা নেই, অন্তত এ রাজ্যে। এই তিনটি সংস্থার মধ্যে দু'টি কোম্পানির কেনা বন্ডের মূল্য নেহাত কম নয়। ওষুধের কাঁচামাল কেনা হয় ওজনে টনের হিসাবে, আর বিক্রির যোগ্য পণ্যের দাম সাধারণত মিলিগ্রামে নির্ধারিত হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভেষজ ওষুধের দাম নির্ধারণকারী সংস্থা দাম নির্ধারণ করে সেই সব ওষুধের, যেগুলো সংস্থার তালিকাভুক্ত। ভেষজ শিল্প মালিকদের সংগঠনগুলি চেষ্টা করে, যাতে তাদের ওষুধ তালিকাভুক্ত না হয়। সফল না হলে ঘুরপথে যায়। যেমন, সুলভ অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দোকানে সরবরাহই করা হয় না। তার সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ মিশিয়ে বেশি দামে বিক্রি করা হয়। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ধীরে ধীরে ভারতের ওষুধের বাজার থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছে। কোথাও ক্ষতিপূরণ দিয়ে কর্মীদের অবসর নেওয়ানো হচ্ছে, কোথাও সরাসরি বরখাস্ত করা হচ্ছে। যে কোম্পানিগুলো বিগত ১০ বছরের মধ্যে বিক্রির নিরিখে সামনের সারিতে চলে এসেছে, সেগুলির প্রায় কোনওটিতে কর্মী সংগঠন নেই। এগুলির মধ্যে একটি সংস্থা কোভিডের সময় ডাক্তারবাবুদের বাড়ি, চেম্বার ইত্যাদি স্যানিটাইজ করে দিয়েছিল, 'সামাজিক দায়িত্ব'-এর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে। এ সব সংস্থায় চাকরির শর্তাবলি অদ্ভুত। যেমন, চাকরিজীবন ২৫ বছর বা কর্মীর বয়স ৫০ বছর, যেটা আগে হবে, সে দিন অবসর। কিন্তু এ সব অনিয়ম দেখবে কে? যে দেশে ওষুধ, কেরোসিন, অ্যাসিড, ফলিডল গোত্রের বিষাক্ত রাসায়নিক, ইউরিয়া সার, একই মন্ত্রকের অধীনে, তাতে এমনই ঘটতে বাধ্য।

জন্মদিন

আজকের দিন

মুকেশ আম্বানি

১৯৫৭ *বিশিষ্ট শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির জন্মদিন।*
১৯৭৭ *বিশিষ্ট লং জাম্পার অঞ্জু ববি জর্জের জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট শট পাট খেলোয়াড় ইন্দ্রজিৎ সিংয়ের জন্মদিন।*

বাঙালির সঙ্গে দেবতার সহজ সম্পর্কের সুখ-দুঃখ, হাসি-গান

দয়াময় মাহান্তী

'বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে।।
কি করিব, কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।।
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছেন, লক্ষ্মণ দেখ দেখি।।'

কৃত্তিবাস ওঝার 'শ্রীরাম পাঁচালী' থেকে 'রামের বিলাপ' শিরোনাম দিয়ে একটি অংশ একসময় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাসে পড়ানো হতো। সে সময়ের ছাত্রছাত্রীদের নিশ্চয়ই এটা মনে থাকবে। কৃত্তিবাসী এই রামায়ণ বাংলায় যত জনপ্রিয়, বাল্মিকীর রামায়ণ ততো কি ? এর দুটো কারণ, এক সংস্কৃত ভাষার চেয়ে মাতৃভাষায় বহু বেশি সংখ্যক মানুষ রামায়ণ পড়েছেন। দুই, কৃত্তিবাস তাঁর রামকে গড়ে তুলেছিলেন বাঙালির মনের অনুকূলে। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত'তে লিখছেন, 'মূল রামায়ণের বীর রামচরিত্র ভক্তের ভগবানে পরিণত হয়েছেন, ক্ষত্রিয় বধূ সীতা হয়েছেন সর্বংসহা বাঙালি কুলবধূ, হনুমানের রঙ্গরস প্রভৃতিও বাঙালি সংস্কৃতিরই পরিচায়ক। এককথায় কৃত্তিবাস মূল রামায়ণকে অনেকটা বাঙালির মনঃপ্রকৃতির অনুকূলে সাজিয়েছেন — তাই তাঁর গ্রন্থ বাঙালির জীবনে এতো গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।' (পৃষ্ঠা ৩৮) দেবদেবী, ধর্মীয় সংস্কৃতি নিয়ে বাঙালির নিজস্বতা আছে। এই নিজস্বতা গড়ে উঠেছে বাংলার ভূগোল, বিভিন্ন ধর্ম, জাতি, রীতির পাশাপাশি সহাবস্থান থেকেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।' বাঙালির দেবত্বের ধারণায় এই 'প্রিয়' শব্দটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালি মননে দেবতাকে ভীষণ স্বরূপে সাধনার চেয়ে তাকে খুব নিকটের মানুষ হিসেবে ভালোবাসতেই পছন্দ করেছে। দুর্গা হয়ে ওঠেন আমাদেরই ঘরের মেয়ে, শিব হয়ে ওঠেন মেয়ের জামাই। রামপ্রসাদের গানে মেনকা হিমালয়ের উদ্দেশ্যে বলছেন 'গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাবো না/ বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না।/ যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়—/এবার মায়ে-ঝিয়ে করবো ঝগড়া, জামাই বলে মানবো না।' এবার মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র দিকে তাকাই, উমার বিয়েতে বুড়ো বরকে দেখে মেনকা খেদ প্রকাশ করছেন

'আই আই ওই বুড়ো কি গৌরির বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো।।
উমার কেশ চামর ছটা — তামার শালা বুড়ার জটা
তায় বেড়িয়া ফোঁপায় ফণী দেখে আসে জ্বর লো।'

'শিবায়ন' কাব্যে শিব একজন দরিদ্র চাষী যিনি খেতে লাঙ্গল চালান, জলে নেমে মাছ ধরেন, স্ত্রীর সঙ্গে যাঁর আপভাষায় কলহ হয়। এমনকি শিবকে বাগদিনী বেশে ছলনা করার জন্য দেবীর কৃষিক্ষেত্রে যাওয়া এবং শিবের বাগদিনী আসক্তি, পরবর্তী সময়ে তা নিয়ে দেবীর সঙ্গে শিবের মান-অভিমানের পালা। এ সমস্তই দেবতাকে আপন জীবনচর্চা ও যন্ত্রণার সঙ্গে জুড়ে দেখার সংস্কৃতি। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে শিব-পার্বতীর সংসারে খাওয়া দাওয়ার ছবি এভাবে ফুটে ওঠেছে

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি।।
তিন জনে একুনে বদন হইল বার।
গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার।।
তিন জনে বার মুখে পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাঞি হাঁড়ি পানে চায়।।

বলা বাহুল্য বাংলার 'শিবায়নে'র শিবকাহিনীতে শিবের চাষবাস ও মাছ ধরা বাংলাদেশের কৃষিকাজ ও মৎস্যপ্রিয় সংস্কৃতির প্রাচীনতার প্রমাণ দেয়।

বাঙালির দেবতা বাঙালির ঘরের মানুষ। তাঁর সঙ্গে তাদের মান-অভিমান-ভালোবাসার সম্পর্ক। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের দেবী অন্নপূর্ণা হোক, রামপ্রসাদের উমা কিংবা শিবায়নের শিব সকলের সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক ঘরোয়া। দেবতা ও ভক্তের মাঝখানে যেন কোনো ব্যবধান নেই। ভক্তের দোষ গুণ সবকিছু নিয়েই দেবতা তাদের নিবিড় আশ্রয়ের আধার। দেবতার কাছে বাঙালির কি খুব বেশি চাওয়ার আছে ? সে কি চায় কোনো বিপুল ঐশ্বর্য ? কোনো পরাক্রমী শক্তি কিংবা অমরত্ব? ঈশ্বর পাটনীকে যখন দেবী অন্নপূর্ণা বর দিতে চাইলেন, পাটনী চাইলেন, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' কিংবা রামপ্রসাদ কী চাইতেন? মায়ের উদ্দেশ্যে তাঁর আর্তি প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ী, বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই/ দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে আমি করি দুঃখের বড়াই।' দুঃখ থেকে মুক্তি নয়, মোক্ষ নয়, কেবল ক্ষণিক জিরান তাঁর কাঙ্ক্ষিত। বাঙালি সাধক দুঃখকে সুখের চেয়ে বড়ো মনে করেই দুঃখ মোচন করতে জানেন।

বাঙালি সংস্কৃতিতে দেবতা ঘরের আপন মানুষ। তাঁকে ভালোবাসা যায়, তাঁর সঙ্গে মান করা যায়, তাঁকে বকুনি দেওয়াও যায়। ঘরের মানুষ বলেই তাঁর আরাধনাকে কেন্দ্র করে প্রবল নিয়ম ও নিষেধের বেড়াজাল কখনোই দেখা যায়নি। ঘরের মানুষটিকে নিয়ে যখন কেউ গান বেঁধেছে, তাঁকে নিজের মতো করে সাজিয়েছে, এমনকি প্রিয় মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশায় মেতে উঠেছে, বাঙালি কিছুই মনে করেনি। বরং প্রাণের মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগ হয়েছে আনন্দধারায়। ভাবতে পারেন, রামপ্রসাদ লিখেছিলেন 'কালীকীর্তন' আর তাতে কালী তথা উমা কৃষ্ণের মতো মাঠে গিয়ে গোরু চরাচ্ছেন, বাঁশি বাজিয়ে গোরুকে ডাক দিচ্ছেন। বাঙালি ঔদার্যের কী অসীম পরিচয় পাই তাঁর ঈশ্বর সাধনায় এখানে। আবার রামপ্রসাদের এই কালীকীর্তনের উমা সম্পর্কে টিপ্পুনি কাটছে আজু গোঁসাই, 'না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ত্ব, মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে' বলে। কিন্তু মেয়েরা কি গোরু চরায় না ? গ্রামের দিকে এখনও দেখি, অনেক মেয়ে গোরু চরাতে যায়, রামপ্রসাদ সেখান থেকেই তাঁর কাব্য বীজ পেয়ে থাকবেন হয়তো। বাঙালি তাঁর পূজিত দেবতাকে নিয়ে নতুন কিছু মত, রচনা বা নির্মাণ নিয়ে কখনোই খড়্গহস্ত হননি। বড়োজোর টিপ্পুনি পর্যন্তই। মধুসূদন যখন 'মেঘনাদবধকাব্য' লিখলেন, রামায়ণের মূল চরিত্র বা নায়কের বিরুদ্ধে মেঘনাদ ও রাবণকেই নায়ক বানালেন। রবীন্দ্রনাথের মতো মুক্তচিন্তার মানুষ যৌবনে মহাকাব্যের এই বিনির্মাণকে গ্রহণ করতে পারলেন না। কিন্তু সাধারণ বাঙালি কি মধুসূদনের উপর খড়্গহস্ত হয়েছিল? নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর 'মধুস্মৃতি'তে জানিয়েছেন, চিনাবাজারের সামান্য শিক্ষিত মুদিও মেঘনাদবধ পড়ে আনন্দ পেয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ পাশ মেধাবী ছাত্র হেমচন্দ্র কাব্যটি সম্পাদনা করেছিলেন। বোঝাই যায়, সাধারণ বাঙালির মধুর কাব্যে রামচন্দ্রের জায়গায় ইন্দ্রজিতের নায়কত্বে কোনো সমস্যা হয়নি। ভেবে দেখুন, রামচন্দ্রের বিপক্ষে মেঘনাদের কী সব যুক্তি, কথাবার্তা!

এতে কিছু রক্ষণশীল সমালোচক খড়্গহস্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু আপামর বাঙালি কিন্তু খৃষ্টান মধুকে মহাকবি বলে মেনে নিতে দ্বিধা করেনি। রবীন্দ্রনাথ প্রৌঢ় বয়সে লিখলেন যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোনটা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহাকে কেবলই অতিসূক্ষ্ম ভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ দৈন্য, আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবি হৃদয়কে আকর্ষণ করতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচন্ডলীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। ...যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধা ভরে কিছুই মানতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।' কিংবা ধরা যাক সুকুমার রায়ের 'লক্ষণের শক্তিশেল' ? সেই প্রবল হাস্যরসের নাটক পড়ে অগণিত বাঙালি শিশুর মন কি প্রফুল্ল হয়নি? এতে কি বাঙালির দেবভক্তিতে কোনো ঘাটতি পড়েছে? বাঙালির ভগবান তাঁর ঘরের মানুষ। ভাবুন তো বাড়ির সবচেয়ে ধীর-স্থির, ব্যক্তিত্বে পূর্ণ মানুষও কি বাড়ির শিশুটিকে আনন্দ দিতে একটু কৌতুক করে না ? এতে কি তার বড়োত্বে কোনো কমতি হয়? নাকি এই মধুর সম্পর্ক তাকে আরও বৃহতের আনন্দ দেয়? বাঙালির কবি কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে হনুমানকে ভক্তিরসে যেমন পূর্ণ করে তুলেছেন, তেমনি হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। বাল্মিকীর রামায়ণের হনুমানের সঙ্গে কৃত্তিবাসের রামায়ণের হনুমানের চরিত্রগত ফারাক আছে। অধ্যাপিকা দেবরূপা দাস তাঁর 'অনুবাদে অনন্যতা কৃত্তিবাসী রামায়ণ' রচনায় লিখেছেন, 'বাল্মিকী হনুমানকে ঋক-সাম-যজুর্বেদে পরমপ্রাজ্ঞ রূপে বর্ণনা করেছেন। আর কৃত্তিবাস হনুমানের যে কার্যকলাপ বিবৃত করেছেন তা হাস্যরসের উদ্রেক ঘটায়। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে হনুমান। এই দৃশ্য বর্ণনা করেছেন কবি কৃত্তিবাস এইভাবে

হনুমান বীর যেন সিংহের প্রতাপ।
যজ্ঞকুণ্ড ভরি তাঁর করিল প্রস্রাব।।
যজ্ঞকুণ্ড উপরেতে হনুমান মুতে।
ফুল ফল যজ্ঞের ভাসিয়া যায় স্রোতে।।

বাঙালির সংস্কৃতিতে ভক্তি ও প্রীতি একাকার। আর এই প্রীতি থেকেই এসেছে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের অন্তরঙ্গতা এমনকি রঙ্গরসিকতাও। প্রাচীন বঙ্গসংস্কৃতিতে নাটক, গান -বাজনা, থিয়েটার, সিনেমা, কাব্যে দেবতা এসেছেন নানারূপে। কখনো শিব, কখনো উমা, কখনো গণেশ, কার্তিক, এমনকি তাঁদের বাহনেরাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন বিচিত্র রূপে। যে বহুরুপীটি কালী সেজে বাজারের দোকানে দোকানে ভিক্ষা করেন, কিংবা ভোলে বাবার বেশে যিনি গাজনে সং সেজে মানুষকে আনন্দ দেন তাঁকে বাঙালি সংস্কৃতির থেকে বাদ দিয়ে আমরা ভাবতে পারি ? হঠাৎ ভক্তির নতুন কোনো ঢেউ এসে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, বাঙালির সঙ্গে দেবতার শত শতাব্দীর সহজ সম্পর্কের সুখ-দুঃখ, হাসিগান, আনন্দ আয়োজন?

তথ্য সূত্র
বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত:
অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মধুস্মৃতি : নগেন্দ্রনাথ সোম
শাক্তপদাবলী : রামপ্রসাদ
কালীকীর্তন : রামপ্রসাদ
শ্রীরাম পাঁচালী : কৃত্তিবাস ওঝা
অনুবাদে অনন্যতা কৃত্তিবাসী রামায়ণ : দেবরূপা দাস
শিবায়ন কাব্য : রামেশ্বর ভট্টাচার্য
অন্নদামঙ্গল : ভারতচন্দ্র রায়

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর শেষ জীবনের অজানা ঘটনাবলি

সত্যব্রত কবিরাজ

নেতাজিকে নিয়ে রহস্যের আর শেষ হচ্ছে না। দেশের তাবড় তাবড় নেতারা যে তার অস্থিত্ব নিয়ে খুবই সন্ত্রস্ত সেটা বিভিন্ন তদন্ত কমিশনেই প্রকাশিত হয়েছে। নেতাজিকে যতই ভুলে যাওয়ার চেষ্টা বা ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে, তাঁর অস্থিত্ব ততই মানুষের মনে হার না মানা বুদ্বুদের মতো ধাক্কা মারছে। দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে এমন বিশ্ববন্দিত রাজনীতিবিদ আর আসেনি। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালের ১৭ আগস্ট থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে গবেষণালব্ধ চাঞ্চল্যকর তথ্য নিয়ে এক অসম সাহসী নেতাজি অনুরাগী এই গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থে মার্কিন সাংবাদিক ও গ্রন্থকার জন গান্থার তাঁর রচিত ''ইনসাইড এশিয়া'' ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে বিভিন্ন গবেষণামূলক তথ্য প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থে তিনি নেতাজিকে 'দ্য ব্রাভেস্ট সন অব ইন্ডিয়া'' বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি অবিলম্বে নিষিদ্ধ ঘোষণার জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরু নাকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারী ট্রুম্যানকে ফোন মারফত অনুরোধ জানিয়েছিলেন বলে এক প্রথম

শ্রেণির বাংলা দৈনিকে সংবাদ বছরই গ্রন্থের লেখক জন গান্থার হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। সে নিউইয়র্ক সেন্ট্রাল জেলে কারারুদ্ধ হন। পরবর্তীকালে তাঁর আর কোনও খবরই প্রকাশ্যে আসেনি। এমন সব চাঞ্চল্যকর তথ্য 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর শেষ জীবনের অজানা ঘটনাবলি '' তিনশো একচল্লিশ পৃষ্ঠার গ্রন্থে প্রকাশ করা হয়েছে। মস্কো রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান জ্যোতিরূপানন্দের সাইবেরিয়ায় নেতাজিকে দর্শনের কথা প্রকাশ করেন। নেতাজিকে প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও সরকারের ''মরণোত্তর ভারত রত্ন'' প্রদানের ঘোষণার প্রতিবাদে মামলার খবর সন্নিবেশিত হয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষে এক চুক্তি অনুযায়ী ডক্টর পূরবী রায়, ডক্টর শোভন দত্তগুপ্ত এবং ডক্টর হরি বাসুদেবন রুশ ভারত পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস নিয়ে গবেষণার জন্য রাশিয়ায় যান। সে দেশের মহাফেজ খানা থেকে ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন তথ্যের মাইক্রোফিল্ম সংগ্রহ করেন। সেখানেও নেতাজি সম্পর্কে নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যায়। পরবর্তীতে নেতাজিকে নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয়দীপ মুখার্জি নানা জায়গা ঘুরে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। সে সব তথ্যও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। জয়দীপ মুখার্জি এখনও নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে তথ্য প্রকাশ করে চলেছেন। বিশ্ববন্দিত রাজনীতিবিদ দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে নিবেদিত প্রাণ নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের নিরলস প্রচেষ্টাকে কুর্নিস না করে পারা যায় না। স্মরণ করতে হয় এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ড. চন্দন রায়চৌধুরীকে। যিনি ডক্টর পূরবী রায়, ডক্টর শোভন দত্তগুপ্ত এবং ডক্টর হরি বাসুদেবনকে গবেষক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। নেতাজিকে ভুলে থাকার চেষ্টা বৃথা। ভারতমাতার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পুরোধা সৈনিক নেতাজির শেষজীবনের অজানা তথ্য জানার অধিকার প্রতিটি ভারতবাসীরই রয়েছে। ভারত মাতৃকার পরাধীনতার শঙ্খল মোচনে নেতাজির অবদান একদিন প্রকাশিত হবেই, সঙ্গে তাঁর শেষজীবনের পরিণতির তথ্যও উন্মোচিত হবে। এটা আশা নয়-প্রত্যয়।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর শেষ জীবনের অজানা ঘটনাবলী-
তথ্য সংকলন, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : সত্যপ্রকাশ চাকী
মূল্য : সাম্মানিক প্রদান

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

উলুবেড়িয়ায় প্রচারে আসবেন রাহুল গান্ধি

মনোজ চক্রবর্তী

উলুবেড়িয়া: লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়ে গিয়েছে। আজ, শুক্রবার প্রথম দফার ভোট। দেশের সঙ্গে রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তেও বাকি ছ'দফার ভোটের জন্য প্রচার পর্ব চলছে। এরাজ্যেও প্রচারের কাজে নেমে পড়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি এবং বাম -কংগ্রেস ও আইএসএফের প্রার্থীরা। তবে পঞ্চম দফার নির্বাচনে উলুবেড়িয়া কেন্দ্রটি বিশেষ মাত্রা পাবে বলে জানা গিয়েছে।

আগামী ২৯ এপ্রিল উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে বাকসিতে প্রচারে আসছেন রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি ও প্রার্থী অরুণ উদয় পাল চৌধুরীর সমর্থনে সর্বভারতীয় নেতাদের আনার জন্য ঝাঁপিয়েছে। তবে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের বাম-কংগ্রেস জোটের কং -প্রার্থী আজাহার মল্লিকের সমর্থনে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি প্রচারে আসছেন -এটা নিশ্চিত।

প্রসঙ্গত, দেশের ৫৪২টি আসনের এক আজাহার মল্লিক সেই প্রার্থী যিনি যুব কংগ্রেস থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই এই কেন্দ্রে তিনি বাড়তি নজর থাকবে রাহুল গান্ধির। মূলত রাহুল গান্ধির হাত ধরেই এই মনোনয়ন সম্ভব হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রার ফল কী হয় -তা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে তাকিয়ে দেশবাসী।

কংগ্রেস সূত্রে খবর, শুধু রাহুল গান্ধি নয়, প্রচারে আসতে পারেন প্রাক্তন ক্রিকেটার আজাহারুদ্দিন, শচিন পাইলটের মতো নেতারাও। আর রাহুলের উলুবেড়িয়ার সভা কবে, কোথায় হবে তা স্থির না হলে ও শ্যামপুর, আমতা, উদয়নারায়ণপুর-এই তিনটি বিধানসভা এলাকার যে কোনও একটিতে হতে পারে বলে প্রাথমিক ভাবে। তাই পঞ্চম দফা ভোটে উলুবেড়িয়া হাই প্রোফাইল কেন্দ্র হবে বলেই অভিমত রাজনৈতিক মহলের।

নির্মীয়মাণ বাড়িতে মজুত বোমা ফাটার দাবি, একে অপরের দিকে অভিযোগ তৃণমূল ও বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: অজয় নদের ধারে বীরভূম-জামুড়িয়ার শেষ সীমানার গ্রাম বাগডিহা। বুধবার রাতে এই গ্রামেই বোমার আওয়াজ শোনা যায় বলে দাবি। কেউ কেউ তীব্র লাল আলো ও ধোঁয়াও দেখতে পান বলেও দাবি করেন।

জানা গিয়েছে, এই গ্রামের পাশাপাশি দু'টি পরিবার শীল ও গড়াইদের মধ্যে লেগেছে বাদবিবাদ। সেই বিবাদে লেগেছে রাজনীতির রং। শীল পরিবারের অভিযোগ, বুধবার রাতে কাজল গড়াইদের নির্মীয়মাণ ফাঁকা বাড়িতে হঠাৎ করেই তীব্র আওয়াজে বোমা ফাটে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় পাশের শীলদের বাড়ির শৌচালয় ও বাড়ির অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যখন এই ঘটনা ঘটে তখন শীলদের বাড়িতে কেউ ছিলেন না। রামনবমীর প্রসাদ খেতে বাইরে গিয়েছিলেন সবাই। বাড়িতে ছিল ১৪ বছরের রূপালি। আওয়াজ শুনতে পেয়ে সেও বাইরে ছুটে আসে সে।

শীল পরিবারের সদস্যদের দাবি, পাশের বাড়িতে মজুত থাকা বোমা ফাটে। রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে জামুড়িয়া থানার পুলিশ। গড়াই বাড়ির সদস্যদের দাবি, যে বাড়িতে বোমা ফেটেছে সেই বাড়িটি নির্মীয়মাণ। সেখানে কেউ থাকে না। কোনও বাউন্ডারিও নেই। এমনকি দরজা জানালাও নেই। তাঁরা থাকেন অন্য জায়গায়। ফলে তাঁদেরকে ফাঁসানোর জন্য ষড়যন্ত্র করে কেউ সেখানে বোমা রেখে দিয়ে আসতে পারেন। হয়তো প্রচণ্ড গরমে সেই বোমা ফেটে গিয়েছে।

শীল পরিবারের অভিযোগ, গড়াইদের সঙ্গে তাঁদের পুরনো বিবাদ আছে। দুর্গাপুজোর সময় অশান্তি হয়েছিল ডিজে বাজানোকে কেন্দ্র করে। তারপর থেকেই নাকি প্রাণে মেরে ফেলার বা দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হত। যদিও ভোটের আগে এই ঘটনায় তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএমে লেগেছে তরজা। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, যে বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে সেই বাড়ির অন্যতম সদস্য কাজল গড়াই বিজেপি নেতা। পঞ্চায়েত ভোটে সমিতির হয়ে প্রার্থীও হয়েছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, ভোটের আগে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য ওই কাজল গড়াই ওখানে বোমা মজুত করছিলেন।

বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, বিজেপি কর্মীর বাড়ি লক্ষ্য করে তৃণমূল বোমা ছুড়েছে। বিজেপি কর্মীদের বোমায় মেরে ফেলার চক্রান্ত করতেই এই ষড়যন্ত্র। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, ওই গোটা পাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের আধিপত্য চলে। কাজল ওখানে বিজেপি করেন বলে তাঁকে ফাঁসানোর জন্য তৃণমূলের নেতা কর্মীরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।

সিপিএম প্রার্থীর অভিযোগ, তৃণমূল এবং বিজেপি একই কারখানার প্রোডাক্ট। শোরুম দু'টি আলাদা। তাঁরা ভোট লুঠ করার জন্যই এসব কাণ্ড কারখানা করছেন। সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি এবং তৃণমূল উভয় দল থানায় অভিযোগ করবে বলে জানা গিয়েছে।

সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদে ভোটে জেতাই লক্ষ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, বিস্ফোরক দাবি দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদাভেদ করে ভোটে জেতা একমাত্র লক্ষ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, বৃহস্পতিবার শহর বর্ধমানের বিরহাটা বাজারে চা চক্র কর্মসূচিতে এসে এরকমই বিস্ফোরক মন্তব্য। করলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। মুর্শিদাবাদে রামনবমীর শোভাযাত্রায় ইট, পাথর, বোমা মারার অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার সরব হলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

এদিন চা চক্রে এক সরকারি কর্মচারী দিলীপবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসতেই তিনি তাঁকে বলেন দাদা আর ক'বছর চাকরি! সরকারি ওই কর্মচারী উত্তর দিতেই দিলীপবাবু হাসতে হাসতে প্রশ্ন করেন, 'বেতনটা দিদির কাছে থেকে নেবেন, ভোটটা আমাকে দেবেন।'

এদিন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের জন্মদিন। জন্মদিনে এক জৈনিক ব্যক্তি তাঁকে পেন উপহার দেওয়া নিয়ে তিনি বলেন, 'আমাকে জন্মদিনে পেন উপহার দিয়েছেন ভুল করে, আমার হাতে তো লাটি রাখতে হয় সবার ভালো লাগে।' এর পরেই চা চক্র থেকে তিনি বিরহাটা সবজির বাজারে ঢোকেন এবং সবজির দাম খতিয়ে দেখেন। আর সেখানেই বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদকে নিয়ে কটাক্ষ করলেন দিলীপবাবু,তিনি এক সবজি ব্যবসায়ীর হাতে পদ্মফুল দিয়ে বলেন, 'ভালো আছেন, জল লেবু খাবেন, আমাদের প্রার্থী অসুস্থ হয়ে গিয়েছে বয়স হয়ে গিয়েছে তো।'

এদিন তিনি প্রথমে বর্ধমান শহরের অফিসার্স কলোনি এলাকায় সকালে প্রাতর্ভ্রমণে যান। দিলীপবাবু সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি আরও বলেন, 'বুধবার রামনবমীর শোভাযাত্রায় ইট, পাথর, বোমা মারার চেষ্টা হয় মুর্শিদাবাদে। আমি আগেও বলেছিলাম এই ধরনের বদমাইশি যারা করত তারা আর করবে না। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক'দিন যাবত দাঙ্গা দাঙ্গা বলে বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনকে উসকানোর চেষ্টা করেছেন। অনেকবার করিওছেন। আমি বলছি মুসলমান সমাজের মানুষদের দাঙ্গা করার দরকার নেই। তারা বুঝতে পেরেছে মোদির রাজত্বে ভারতবর্ষে মিলেমিশে থেকে উন্নতি করতে হবে সুখে থাকতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতি হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ করে ভোটে জেতা। দেখা গিয়েছে কোথাও যখন মুসলমানরা রাস্তায় নেমে কোনও অন্যায় করেনি, সেখানে ভাড়াটিয়া গুন্ডা লাগিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে।' পশ্চিমবাংলার মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছেন বলেও দাবি করেন দিলীপ ঘোষ।

বারাসাতে কাকলির সমর্থনে মহা মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: নিজের হার বুঝতে পেরে, মানুষের উপর আস্থা হারিয়ে এবং বারাসাতে অধীর চৌধুরী মেজাজ হারাচ্ছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে বারাসাত লোকসভা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার এর সমর্থনে আইএনটিটিইউসি'র বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তাপস দাশগুপ্তের উদ্যোগে ও স্বতস্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও রথীন ঘোষের নেতৃত্বে মহা মিছিল হয়। সেই মিছিলে যোগ দিয়ে আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি এমনই মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, এদিন অসংগঠিত শ্রমিকরা তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে রাস্তায় নেমেছেন তার থেকেই বোঝা যাচ্ছে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের জয় শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা মাত্র। বিজেপির দুর্দিনের কবলে পড়ার জন্য এদিন তৃণমূল প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদার এই মহামিছিলে উপস্থিত থাকতে পারেনি। মূলত,রামনবমীর মিছিলের পর এদিনের আইএনটিটিইউসি'র এই মিছিলে মানুষের উপস্থিতি নজর কেড়েছে। এদিন বারাসাত শতদল মাঠ থেকে মিছিল শুরু হয় চাঁপাডালি হয়ে কলোনি মোড় হেলা বটতলা হয়ে সেই মিছিল ময়নাতে গিয়ে শেষ হয়।

প্রার্থী আলুওয়ালিয়ার সামনেই কর্মিসভায় বিজেপির হাতাহাতি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বারাবনিতে বিজেপির নির্বাচনী কর্মিসভায় উত্তেজনা। নিজেদের মধ্যে বচসা ও হাতাহাতির অভিযোগ। বৃহস্পতিবার আসানসোলের বারাবনির বড়থানে ঘটনা।

এদিন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়ার সমর্থনে নির্বাচনী কর্মিসভা ছিল। অভিযোগ বিজেপি প্রার্থী সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া ঢোকা মাত্রই এক পক্ষ অভিযোগ তোলেন, তাঁরা পুরানো বিজেপি কর্মী। তাঁদেরকে বাদ দিয়ে চলছে নির্বাচনী প্রচার। তাঁদের পাত্তা দেওয়া হচ্ছে না। আরও অভিযোগ, বিক্ষোভকারীদের বাইরে বের করার চেষ্টা করতেই শুরু হয় ধস্তাধস্তি। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি নিজেদের মধ্যে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। এর পাশাপাশি টেবিল ছোড়াছুড়ি হয়। ছবি তুলতে গেলে সংবাদমাধ্যমকে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে বিজেপির নেতৃত্বরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করাতে কর্মীদের দুর্ব্যবহারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভা ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে মাখলা দেবীশ্বরী স্কুলের পাশে পুরসভা পরিচালিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করাতে এসে স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ পাশের ওয়ার্ডের এক বাসিন্দার।

বাসিন্দার দাবি, তাঁর আঙুল কেটে গিয়েছিল তিনি টেডব্যাক নিতে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বৃহস্পতিবার দুপুরে যান বলে ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে একটি টিটেনাস ইনজেকশন নিতে চান। স্বাস্থ্যকর্মীরা তাঁকে বলেন তাঁর আগের চিকিৎসার কাগজপত্র আনতে হবে, না হলে হবে না। কিন্তু ওই বাসিন্দার দাবি, ইনজেকশন নিতে গেলে আগে চিকিৎসার কাগজপত্র লাগে কোনও দিন কেউ চাননি বা জানা নেই। এই নিয়ে হয় বাদানুবাদ নানা কথাবার্তার মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মীরা বলেন, যা পারেন করে নিন। কোন নিউজ চ্যানেল আছে বলুন।

ওই বাসিন্দার দাবি, তাঁদের কত বড় ক্ষমতা ও ঔদ্ধত্য, যেখানে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আপনারা পাশের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন কিন্তু তার বদলে এই অবস্থা। বেশ কয়েকজন বাসিন্দার দাবি, আজকাল স্বাস্থ্যকর্মীরা খুব বাজে ব্যবহার করেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কিছু বলে না। যে ওষুধ দেওয়া হয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে, ওষুধটা নেওয়ার জন্য কোনও খাম দেওয়া হয় না, কী ভাবে খাবে মুখে বলে। সে যেতে যেতে সবাই ভুলে যান।

এই প্রসঙ্গে পুর চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, 'এটা পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্র নয়, তাছাড়া ইনজেকশন নিতে গেলে হাসপাতালে গেলেই ভালো হত।' কিন্তু এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে যে প্যাডে ডাক্তারবাবুরা ওষুধ লিখে দেন সেই প্রেসক্রিপশনে উত্তরপাড়া পুরসভার নাম আছে, বিশ্ব বাংলার লোগো আছে। এছাড়া লেখা আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা হলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও উত্তরপাড়া পুরসভা দুটো নামই আছে, তারা কেউ দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না বলে দাবি বাসিন্দাদের। অবিলম্বে স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

বণ্যপ্রাণী শিকার রুখতে তৎপর বনদপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিকার উৎসবের সময় বনাঞ্চলের মানুষরা ব্যাপক হারে শিকার উৎসবে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের বণ্য প্রাণী ও পাখি শিকারে নিষেধাজ্ঞার কারণে বন বিভাগ এ বিষয়ে সতর্কতা এবং সচেতনতামূলক প্রচার করে। এমনকী শিকার উৎসবের সময়, গ্রামবাসীরা শিকারের জন্য বেরিয়েছিল, কিন্তু খড়্গপুর বন দপ্তরের আধিকারিকরা

গ্রামবাসীদের শান্ত করে এবং তাদের শিকার থেকে দূরে রাখে। এ জন্য শুধু অবরোধই নয়, গ্রামবাসীর সঙ্গে আরও ভালো যোগাযোগ স্থাপন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। খড়্গপুর, বেনাপুর, নারায়ণগড় বেলদা রেলওয়ে স্টেশন, চান্দনা, ধানঘোরি, বেলাটি, লেঙ্গামারা, কেশিয়াদি, ভাসরাঘাট, শীতলপুরা, নয়াগ্রাম এবং খড়্গপুর ডিভিশনের অধীন খড়্গপুরে শিকার প্রতিরোধের উদ্যোগ নেয় বন বিভাগ।

বন বিভাগের এই অভিযানে, এডিএফও খড়্গপুর চিন্ময় বর্মন, রেঞ্জ অফিসার হিজলি রেঞ্জ শুভাশিস সিংহ, রেঞ্জ অফিসার কলাইকুন্ডা রেঞ্জ, তাপস কুমার আদক, রেঞ্জ অফিসার চাঁদবিলা রেঞ্জ শুভেন্দু বিসা সহ বন বিভাগের কর্মীরা যোগ দেন।

রামনবমীর মিছিলকে স্বাগত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের

আলুওয়ালিয়া ও জাহানারার দেখা, শুভেচ্ছা বিনিময়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বৃহস্পতিবার রামনবমীর আখড়ায় দেখা গেল ভাতৃত্বের বন্ধন। রামনবমীর শোভাযাত্রাকে স্বাগত জানালেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। খাওয়ালেন শরবত। জামুড়িয়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রায় ছিলেন বিজেপি প্রার্থী সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়া। তাঁকে জামুড়িয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ স্বাগত জানালেন। তাঁদের ক্যাম্পে লেখা ছিল 'দোয়া করো হামারা ভারত ফিরসে মহান বানে'। ইয়ং মুসলিম ক্যাম্পে লেখা, 'প্রতিটি হিন্দুই বিবেকানন্দ এবং প্রতিটি মুসলিম আব্দুল কালাম তৈরি হোক'।

রামনবমী উপলক্ষে জামুড়িয়ার বাজার এলাকায় ছিল শোভাযাত্রা। বিজেপি প্রার্থী সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়া সহ জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন শোভাযাত্রায়। যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রচুর সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। এই শোভাযাত্রায় সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল জামুড়িয়ার বড় মসজিদের জুনিয়র কমিটির তরফ থেকে শোভাযাত্রার প্রত্যেককেই দইয়ের শরবত খাওয়ানো। জামুড়িয়ায় এই দৃশ্য দেখা গেল বৃহস্পতিবার।

মসজিদের জুনিয়রদের দাবি, 'সর্বপ্রথম তাঁরা ভারতবাসী। জাতিধর্ম সব এক। অনেক সময় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। সেজন্য একত্রিত হয়ে এই রামনবমীর শোভাযাত্রা আমরাই স্বাগত জানালাম।' রামনবমীতে শুধু জাতি সম্প্রদায়গত ভাতৃত্বের বন্ধন নয়। রাজনৈতিক সহাবস্থানও দেখা গেল রামনবমীর মিছিলে। সিপিএম প্রার্থী জাহানারা খানও এদিন তাঁর মিছিল চলাকালীন ওই ক্যাম্পে শরবত খাওয়ান। বিজেপি প্রার্থী সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়া ও জাহানারা খানের একসঙ্গে দেখা হয়, দু'জন একে অপরকে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

''ফর্ম নং আইএনসি-২৬''
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা সম্পর্কিত
এবং
২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত
এবং
ইস্পাত প্রোফাইলস ইন্ডিয়া লি. (CIN : U27101WB1985PLC039547) রেজিস্টার্ড অফিস বালাজি টাওয়ারস, ১৬/১এ, আবদুল হামিদ স্ট্রিট, রুম নং ৬এফ, ৭ম তল, কলকাতা - ৭০০০৬৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত
...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **১৫ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে '**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**' থেকে '**মহারাষ্ট্র রাজ্যে**' কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল **(www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

ইস্পাত প্রোফাইলস ইন্ডিয়া লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
মনোজ মারুতি শিন্ডে
(ডিরেক্টর)
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬.০৪.২০২৪ ডিন - ০৬৮৩০৩৯৫

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট IV [(রুল -৮(১)]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর অ্যাক্ট ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৩.০২.২০২৪ তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী তুলসী কুইলা,** পিতা শ্রী ভূধর কুইলা এবং জামিনদাতা **শ্রী ভগবত কুইলা,** পিতা শ্রী ভূধর কুইলা, উভয়ের ঠিকানা - গ্রাম - পরমহংসপুর, পো. নন্দকুমার, থানা - নন্দকুমার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৬৩২ (পব) কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩০,২৬,৫৪৪.০০ টাকা (তিরিশ লাখ ছাব্বিশ হাজার পাঁচশ চুয়াল্লিশ টাকা) টাকা ৩১.০১.২০২৪ অনুযায়ী** সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১৬ এপ্রিল ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল** নিকট বকেয়া **৩০,২৬,৫৪৪.০০ টাকা (তিরিশ লাখ ছাব্বিশ হাজার পাঁচশ চুয়াল্লিশ টাকা) টাকা ৩১.০১.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৬.৩৩ ডেসিমেল কমবেশি এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা : পরমহংসপুর, জেএল নং ৮৪, তৌজি নং ২৬৩৯, আরএস খতিয়ান নং ৭২, এলআর খতিয়ান নং ২৮৪/১, নতুন এলআর খতিয়ান নং ৬৯৭, ৬৯৮, দাগ নং ৬২২, থানা : নন্দকুমার,জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, দলিল নং ১-২৬১৫, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১০২, পৃষ্ঠা ৫৩ থেকে ৫৮, -২০০৬ সালের, এডিএসআরও -তমলুক।
সম্পত্তি শ্রী তুলসী কুইলা, পিতা শ্রী ভূধর কুইলা এবং শ্রী ভাগবত কুইলা পিতা শ্রী ভূধর কুইলা এর নামে।
ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : স্বর্ণলতা এবং সুধাংশুর সম্পত্তি, দক্ষিণে : দাগ নং ৬২০ সম্পত্তি, পূর্বে : ভূধর কুইলার সম্পত্তি, পশ্চিমে : দাগ নং ৫২৩ সম্পত্তি।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৬.০৪.২০২৪
স্থান - তমলুক
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ইমেল আইডি ঃ sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৮১০৫৬২৮০৩

পরিশিষ্ট – IV-A
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২৮.০৫.২০২৪
সময় ঃ ১৮০ মিনিট বেলা ১২টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৮.০৫.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৯,০৮,০৭,৮৫৬.০০ টাকা (উনিশ কোটি আট লাখ সাত হাজার আটশ ছাপান্ন টাকা) টাকা ১৮.০৪.২০২৩** তারিখের দাবি নোটিশ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স পিটিএস লিমিটেড ঠিকানা** - ৩য় তল, এবি কমপ্লেক্স, এ টি রোড, মহাবীর ভবনের নিকট, গুয়াহাটি, আসাম, ভারত, পিন - ৭৮১০০১ **এবং** প্লট নং ১এ, ব্রহ্মপুত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, গৌরীপুর, আমিনগাঁও, গুয়াহাটি, আসাম, ভারত, পিন - ৭৮১০৩১ এবং **জামিনদাতাগণ : (১) শ্রী মনোজ কুমার গয়াল, (২) শ্রীমতি পূজা গয়াল, (৩) শ্রী রাম নিবাস গয়াল সকলের ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ১এ, ২য় তল, আর আর রেসিডেন্সি, কে সি রোড, ছত্রিবারি, গুয়াহাটি, পিন - ৭৮১০০১ কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ১৩.০৫.২০২৪, সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা যদি কিছু থাকে সহ স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫ম তল, কোহিনূর ক্লাসিক, ব্লক এ, রোদালি পথ, জনক নগর, কাহিলীপাড়া, গুয়াহাটি : ৭৮১০১৯ পরিমাণ ৪৬০০ বর্গফুট , দাগ নং ৪৫৯ (ও)/২৯৬২(এন) কে পি পাট্টা নং ৮৮ (ও)/১৫১২(এন), বিক্রয় দলিল নং ৮৯৬২/২০১৬, শ্রী মনোজ কুমার গয়ালের নামে সম্পত্তি।
সম্পত্তির আইডি : এসবিআইএন০০৫৮৮৪৮৫৩০১
সংরক্ষিত মূল্য - ১,৮৫,০০,০০০.০০ টাকা
বায়না জমা (ইএমডি) - ১৮,৫০,০০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ - ৫০,০০০.০০ টাকা

সম্পত্তি অনুসন্ধান — সম্পত্তি অবস্থান | সম্পত্তির ফটো

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন https://www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং https://tenders.gov.in দেখুন।

তারিখ ঃ ১৯.০৪.২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - সংঘমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, ই-মেল আইডি - sanghamitra.gupta@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭৪১৯১৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে ২০.০৫.২০২৪ তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২০.০৫.২০২৪
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতার নাম	বকেয়া পরিমাণ	সম্পত্তির বিস্তারিত	
১.	**শ্রী শৈবাল প্রামাণিক** পিতা প্রয়াত সুনীল কুমার প্রামাণিক এবং **শ্রীমতি মিঠু প্রামাণিক,** স্বামী শ্রী শৈবাল প্রামাণিক, **ঠিকানা :** ভোলা ময়রার চক, পাটনা বাজার,পো মেদিনীপুর, থানা : কোতোয়ালি, পিন: ৭২১১০১, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর।	**৩৫,০৬,৮২৫.০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লাখ ছয় হাজার আটশ পঁচিশ টাকা)** ১৪.১১.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ। **যোগাযোগের ব্যক্তি** ৯৬৭৪৭৪১৯১৮ ৯৬৭৪৭১১৫২১	মালিকানা : **শ্রী শৈবাল প্রামাণিক এবং শ্রীমতি মিঠু প্রামাণিক,** উভয়ের ঠিকানা : ভোলা ময়রার চক,পাটনা বাজার, পো : মেদিনীপুর,থানা : কোতোয়ালী,জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১১০১। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক মোট **এরিয়া : ০.০৮৫৫ একর,** জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা পরগনা এডিএসআর অফিস এবং পুরসভা মেদিনীপুর, মৌজা : বিবিগঞ্জ, জেএল নং ১৮০, এলআর খতিয়ান নং ৮৩৬/১, সাবেক হাল নং ১৩, ওয়ার্ড নং ১৪, পাটনা বাজার মহল্লা হোল্ডিং নং ৮৩১/এ/৪৭৮। সম্পত্তি অবস্থিত বিভিন্ন দাগ নং বর্ণিত মতে আরএস দাগ নং ১৩/২০৮১, এলআর দাগ নং ১২, বসত জমি ০.০০৬২ একর। আরএস দাগ নং ১৪, এলআর দাগ নং ১৩, বসত জমি ০.০৩৯০ একর, আরএস দাগ নং ১২, এলআর দাগ নং ১০, বসত জমি ০.০১৩৪ একর। চালু সার্ভে দাগ নং ১১, আরএস সার্ভে দাগ নং ১৩, বসত জমি ০.০২৬৯ একর। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : নিকাশি, পূর্বে : পুর সড়ক, পশ্চিমে : নিকাশি। **ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত।**	সংরক্ষিত মূল্য ৬১,৫৬,০০০.০০ টাকা; ইএমডি ১০ শতাংশ হারে ৬,১৫,৬০০.০০ টাকা; ডাক বাড়ানোর পরিমাণ ৫০,০০০.০০ টাকা; পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৩.০৫.২০২৪; ভিডিওর অনুসন্ধান
	সম্পত্তির অবস্থান অনুসন্ধান	ফটোগ্রাফসের অনুসন্ধান		

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ১৯.০৪.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড
CIN : L51909WB1995PLC071730
রেজিস্টার্ড অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০০২২
দূরভাষ: (০৩৩) ২২২৩০০১৬/১৮, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২২৩১৫৬৯
ই-মেল: kvl@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.lnbgroup.com

বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর সাথে পঠিত ধারা ১১০ অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর ২০ এবং ২২ এর সাথে পঠিত যেকোন সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পুনঃপ্রণয়ন সহ (''বিধি'') সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ৮ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০, তারিখ ৫ মে ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২২/২০২০, তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২১, তারিখ ২৩ জুন ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ৩/২০২২ তারিখ ০৫ মে, ২০২২, সাধারণ সার্কুলার নং ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (''সাধারণ সার্কুলার''), কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (''এমসিএ'') কর্তৃক ইস্যুকৃত, এবং সময় সময় সংশোধিত সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") এবং প্রবিধান ৪৪ এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস অফ কোম্পানি সেক্রেটারিদের দ্বারা জারি করা ইন্ডিয়া ('SS-2') কোম্পানি ১৮ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে সদস্যদের সম্মতি চাওয়ার জন্য পোস্টাল ব্যালট নোটিশের প্রেরন সম্পন্ন করেছে যা নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৬ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখের পোস্টালে ব্যালট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী।

এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে উল্লিখিত নথিগুলি পাঠিয়েছে যারা ১২ এপ্রিল ২০২৪ ("কাট-অফ তারিখ") এবং সদস্যদের সম্মতি / ভিন্নমতের যোগাযোগ শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে সঞ্চালিত হবে।

যে সদস্যদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরির দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, অর্থাৎ কাট-অফ তারিখ শুক্রবার ১২ এপ্রিল, ২০২৪ শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবে।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ মেসার্স বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, কলকাতা, কে একটি ন্যায্য ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে আইন অনুযায়ী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে। যে সকল সদস্যরা এখনও পর্যন্ত তাদের ই-মেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের ইমেল আইডি **mdpldc@yahoo.com**-এ RTA-এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে কোম্পানি থেকে সমস্ত যোগাযোগ পাওয়ার জন্য তাদের ই-মেল ঠিকানা নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যে সদস্যরা পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাননি তারা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে আবেদন করতে পারেন যেমন মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১, অথবা **mdpldc@yahoo.com** এবং এর একটি ডুপ্লিকেট পেতে পারেন। পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.lnbgroup.com/kiran** এবং CDSL ই-ভোটিং ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.evotingindia.com**-এও পাওয়া যাচ্ছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এর বিধানগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ২০ এবং ২২ এর সাথে পঠিত (সময়ে সময়ে সংশোধিত), কোম্পানি সদস্যদের প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট ইলেকট্রনিক উপায়ে যেমন সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট নোটিশে বর্ণিত বিষয়ে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা সহ (ভৌতিক বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করা হোক না কেন) ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ১৯ এপ্রিল ২০২৪ সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে এবং শেষ হবে শনিবার, ১৮ মে, ২০২৪ তারিখ বিকাল ৫.০০টায়। শনিবার, ১৮ মে ২০২৪ তারিখে ই-ভোটিং মডিউল বিকাল ৫টার পরে CDSL দ্বারা ব্লক করা হবে এবং উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। অনুগ্রহ করে সাবধানে পড়ুন এবং ই-ভোটিং উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিতে প্রিন্ট করা নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

পোস্টাল ব্যালট/ই-ভোটিংয়ের ফলাফল কোম্পানির চেয়ারম্যান বা তার অনুপস্থিতিতে, তার দ্বারা অনুমোদিত যে কোনো ব্যক্তি, ই-ভোটিংয়ের শেষ তারিখ থেকে ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা করবেন। পোস্টাল ব্যালট/ই-ভোটিং-এর ফলাফল স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.lnbgroup.com/kiran** এবং CDSL ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**-এ পোস্ট করা হবে এবং নোটিশ বোর্ডেও প্রদর্শিত হবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২।

আপনার যদি CDSL ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, আপনি **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ একটি ইমেল পাঠাতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬ তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩ অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ ইমেল করতে পারেন অথবা নিঃশুল্ক নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশানুসারে
কিরণ ব্যাপার লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
প্রদীপ কুমার ওঝা
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং -এফ৮৮৫৭

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০২৪

প্রথম দিনের সাক্ষী বহন, আজও সিপিএমের প্রচারে কমরেড ভাই

মৃত্যুতে লাল পতাকা শরীরে জড়ানোর দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: হাতে লাল ঝান্ডা কাঁধে মই, রাস্তার পাশ দিয়ে আপন মনে হেঁটে চলেছেন প্রবীণ দুই ব্যক্তি। পরনের পোশাকে দারিদ্রতার ছাপ স্পষ্ট। উসকো খুসকো চুল, মুখে কাঁচা পাকা দাঁড়ি জানান দিচ্ছে তাঁদের বয়স।

কৌতুহলবশত কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই জানালেন, তাঁরা পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার আলিপুরের বাসিন্দা, সম্পর্কে আপন দুই ভাই, একজন অমল বসু এবং অপরজন পরিমল বসু। তবে নামের আগে এখনও কমরেড লেখেন। এলাকায় কমরেড নামেই পরিচিত তাঁরা। দীর্ঘদিনের সিপিএমের লড়াকু কর্মী। দলের প্রথম দিনের সাক্ষী বহন

করে আজও দলের প্রচারে বেরিয়ে পড়েন তাঁরা। ৩৪ বছরের বাম শাসনের ভরা জোয়ারে যেমন দলের হয়ে প্রচার করেছেন, তেমনই এই দুঃসময়ে ঘরে বসে থাকতে মন চায় না তাঁদের। তাই আজও ভোট এলে নিয়ম করে তাঁরা বেরিয়ে পড়েন দেওয়াল লিখন থেকে শুরু করে দলীয় পতাকা লাগাতে।

তাঁদের দাবি, পালাবদলের পর সিপিএমের অনেক নেতাকর্মী সুযোগ বুঝে যখন অন্য দলে গা ভাসিয়েছেন, দেখেছেন অসাধু উপায়ে টালির চালা থেকে অট্টালিকা প্রাসাদ গড়তে, তখন তাঁরা কিন্তু শত অভাবেও দলের দুঃসময়ে হাত আরও শক্ত করে ধরেছেন। বিরোধী দলের হাতে অত্যাচারিত হয়েছেন বহুবার, ভেঙে পড়েননি তাঁরা। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দলের পাশে থেকেছেন সর্বদা। কিন্তু দল থেকে উপযুক্ত সম্মান পাননি কোনও দিন, তবু আক্ষেপ নেই দুই ভাইয়ের। ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে আসা এই দুই ভাই চান, মৃত্যুর পরও যেন লাল পতাকা কেড়ে না নিয়ে, মুড়িয়ে দেওয়া হয় তাঁদের শরীরে।

হেমতাবাদে নির্বাচনী সভা করে প্রচারের ঝড় তুললেন শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রায়গঞ্জ শহরে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে সভা করে যাওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ কিলোমিটার দূরে হেমতাবাদে এদিন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচনী সভা করে কার্যত ঝড় তুলে দিলেন। জেলার এইমস ইস্যু থেকে শুরু করে গতবছর কালিয়াগঞ্জ কাণ্ডে কিশোরীর ধর্ষণ, খুন এবং রাতের অন্ধকারে তল্লাশির সময় স্থানীয় রাজবংশী যুবককে পুলিশের গুলি করে হত্যা, একের পর এক স্থানীয় ইস্যু তুলে তৃণমূল কংগ্রেস ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে তুলোধুনো করলেন শুভেন্দু অধিকারী।

এদিনের সভায় শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, এই জেলার অন্যতম দাবি ছিল এইমস হাসপাতাল। নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর এই এইমস হাসপাতাল করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে প্রয়োজনীয় জমি চায়। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি সেই জমি এখানে না দিয়ে কল্যাণীতে বরাদ্দ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে এইমস হাসপাতাল তৈরি করে। প্রধানমন্ত্রী এখনও চান উত্তরবঙ্গে এইমস হাসপাতাল তৈরি করতে। রায়গঞ্জ আসন থেকে আপনারা আমাদের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জেতান। আমি

বিরোধী দলনেতা হিসেবে কথা দিচ্ছি উত্তরবঙ্গে এইমস করা হবে। এবার আর মমতা ব্যানার্জির উপর নির্ভর করতে হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন যে সমস্ত বিভাগ রয়েছে (রেল, বিএসএফ, ন্যাশনাল হাইওয়ে অথিরিটি) তাদের জমিতেই এই হাসপাতাল তৈরি করা হবে। এটা রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি নয়। এর আগে নির্বাচনের সময় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল হেমতাবাদে ফায়ার ব্রিগেড, কলেজ তৈরি করা হবে। আজ পর্যন্ত তা হয়নি। ১০০ দিনের কাজের টাকা চুরিতে রাজ্যে প্রথম এই জেলা। গত জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মীনা, স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তথা করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পালের এনজিও' র মাধ্যমে পুরো বরাদ্দ টাকা আত্মসাৎ করেছে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে রায়গঞ্জ আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী হর্টিকালচার ফার্মের নামে প্রায় ৩২ কোটি টাকার দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। সম্প্রতি, তার বাড়িতে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে অভিযান করা হয়েছে। এই ধরনের ঠগ মানুষকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে।

গতবছর এপ্রিল মাসে কালিয়াগঞ্জ থাকার সাহেবঘাটা এলাকার এক রাজবংশী কিশোরকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। শাসকদলের বদান্যতায় তার বিরুদ্ধে পুলিশ ও প্রশাসন থেকে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। আমরা তার বিচার চেয়ে প্রতিবাদ করলে পুলিশ আমাদের সমর্থকদের উপর লাঠিচার্জ করে, গুলি চালায়। এরপর তল্লাশির নামে কালিয়াগঞ্জ ব্লকের রাধিকাপুর এলাকার চাদগাও গ্রামে বাড়িতে ঢুকে এক রাজবংশী যুবককে পুলিশ গুলি চালিয়ে খুন করে। এলাকায় এইসব অন্যায়ের বদলা হিসেবে বিজেপিকে ভোট দিন। রাজ্যে ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের নাম পরিবর্তন করে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' নামকরণ করার পাশাপাশি প্রতিমাসে ভাতা ৩০০০ টাকা করা হবে।

একে অপরের পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগে উত্তপ্ত মঙ্গলবাড়ির ধানাহাটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ২০২৪ সালের লোকসভা ভোট ঘোষণা হতেই প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা তাদের প্রচার শুরু করেছে। সেই মতো উত্তর মালদা কেন্দ্রের বিজেপি ও তৃণমূলের প্রার্থীরা তাদের ব্যানার পোস্টার টাঙানোর শুরু করেছে। আর সেই পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগে বিজেপি তৃণমূল একে অপরকে দোষারোপ। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মঙ্গলবাড়ি পালপাড়া ধানাহাটিতে। এমনই ছবি পৌরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে। আর যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। দুই পক্ষ অভিযোগ দায়ের করেছে থানায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, উত্তর মালদা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে খগেন মুর্মুকে, তৃণমুল প্রার্থী করেছে প্রাক্তন আইপিএস প্রসূন বন্দোপাধ্যায়কে, কংগ্রেস প্রার্থী করে মোস্তাক আলমকে। সেই মতো ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে উত্তর মালদার কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী খগেন মুর্মুর সমর্থনে পোস্টার লাগিয়েছিল। অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থীর নির্বাচনী পোস্টার লাগিয়েছে তৃণমূল। এদিন সকালবেলা দেখা যায় বিজেপি ও তৃণমূল উভয়ের ব্যানার ফেস্টুন ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবাড়ি পালপাড়া ধানাহাটি এলাকায় উত্তেজনা। ঘটনাস্থলে মালদা থানার পুলিশ পৌঁছয়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এলাকার কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ হালদারের অভিযোগের তীর বিজেপি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, ভোট ঘোষণার পর আমরা আমাদের পোস্টার ব্যানার লাগিয়েছি। রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আমাদের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলছে বিজেপির দুষ্কৃতীরা। তাদের পায়র তলার মাটি সরে গিয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে এবারে তাদের হার নিশ্চিত। তাই এই সব করে মানুষের কাছে আসতে চাইছে। মানুষ সব বোঝে। উত্তর দেবে ভোট বাক্সে।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির উত্তর মালদা কেন্দ্রের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত। তিনি বলেন, এই ধরনের পোস্টার ছেঁড়ার ঘৃণ্য রাজনীতি তৃণমূল করে।

জট কাটাতে ভাবাদিঘিতে এসে বিক্ষোভের মুখে রেলের আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ বিষ্ণুপুর রেল যোগাযোগের আটকে থাকা জট কাটাতে বৃহস্পতিবার সকালে গোঘাটের ভাবাদিঘিতে এসে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে রেলের আধিকারিকরা। এদিন রেলের পক্ষ থেকে দশ সদস্যর একটি দল ভাবাদিঘি এসে গ্রামবাসী ও দিঘি বাঁচাও কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। অধিগ্রহণ করা দিঘির সমপরিমাণ দিঘি খনন করে দেওয়া হবে বলে রেলের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু দিঘি বাঁচিয়ে রেলপথ নির্মাণ করতে হবে বলে অনড় ভাবাদিঘিবাসী। ঘটনাকে ঘিরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রেলের আধিকারিকদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। পাশাপাশি গ্রামবাসীদের অভিযোগ, আরামবাগের তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ কয়েকদিন আগে পাশ্ববর্তী কাঁঠালি এলাকার একটি সভা থেকে ভাবাদিঘির বাসিন্দাদের ঝাঁটা দিয়ে মারার কথা বলেছেন বলে অভিযোগ। এদিন এই ঘটনাও প্রতিবাদ করেন তারা। রেলের আধিকারিকদের ঘিরে ধরে প্রতিবাদে সরব হন স্থানীয়রা। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের জেরে কার্যত সমাধান সূত্র বের না করেই ফিরতে হয় রেলের আধিকারিকদের। ভাবাদিঘির বাসিন্দা শ্রাবণী মালিক বলেন, বারবার এক কথায় বলছে এই করে দেব, সেই করে দেব। আমরা প্রথম থেকেই বারবার বলে আসছি আমাদের জলকর বোঝানো যাবে না। এক চুল জায়গা ছাড়ব না। পাশাপাশি সুকুমার রায়, দিঘি বাঁচাও কমিটির সম্পাদক বলেন, সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের সঙ্গে রেল আলোচনা করতে এসেছিলেন। জট পাকিয়ে রেখে চলে গেল। আমরা চাইছি রেল হোক দিঘিও বাঁচুক। রেলের চিফ ইঞ্জিনিয়ার মনোজ খান বলেন, দিঘির ওপর দিয়ে যদি লাইনটা করতে পারি তাহলে আমরা এক ঐতিহাসিক মোমেন্টকে জয়েন করতে পারব। ভেবে দেখুন একদিকে কলকাতা একদিকে বিষ্ণুপুর মাঝে আছে কামারপুকুর জয়রামবাটীর মতো পবিত্র জায়গা। সেই জায়গাগুলোকে আমরা বিষ্ণুপুরের তরফ থেকে এগিয়ে নিয়ে এসেছি। এই সমস্যাটা যদি সমাধান হয়ে যায় তাহলে একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত তৈরি হবে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির গলায় সিপিএমের উত্তরীয়

মুকেশ কুমারের বিরুদ্ধে আমি এবং অধীর চৌধুরী অভিযোগ করেছিলাম : সেলিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: ভোট বড় বালাই। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর গলায় উঠল সিপিএমের উত্তরীয়। বাম-কংগ্রেস জোটের দুই অন্যতম সেনাপতি মহম্মদ সেলিম অধীর চৌধুরী একই উত্তরীয় গলায় বহরমপুরের পথে হাঁটলেন। এই ছবি স্বাভাবিক ভাবেই নজর কেড়েছে সাধারণ মানুষের। একসময় মুর্শিদাবাদে অধীর চৌধুরীই ছিলেন সিপিএমের র‍্যাডারে। আজ বিপরীত চিত্র রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন ফেলেছে।

জোটের বার্তা দিয়েই কী অধীর সিপিএমের ঘনিষ্ঠতা প্রমাণ করতেই কাস্তে হাতুড়ি আঁকা উত্তরীয় গলায় তুলে নিলেন, নাকি মুর্শিদাবাদের তিনটি আসনে ত্রিমুখী লড়াইয়ে ভোট বড় বালাই হয়ে উঠেছে বাম-কংগ্রেস জোটের কাছে। অধীরকে পাশে নিয়ে মিছিল করে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে এলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক তথা মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী মহম্মদ সেলিম।

বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র জমা দিলেন মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী মহম্মদ সেলিম। অধীর চৌধুরীর হাত ধরে মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসে বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে বাম কংগ্রেস জোটের প্রার্থী তথা সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। একইসঙ্গে এদিন জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী মুর্তাজা হোসেন মনোনয়নপত্র জমা দিলেন।

মহম্মদ সেলিমের হাত ধরে অধীর চৌধুরী বুঝিয়ে দিলেন মুর্শিদাবাদ জেলায় বাম-কংগ্রেস জোটে কোনও ফাটল নেই। বহরমপুরের এফইউসি মাঠ থেকে মিছিল করে জেলাশাসকের দপ্তরে যান অধীর-সেলিম। এদিনের

মিছিলে বাম কংগ্রেস সমর্থকদের ঢল আছড়ে পড়েছিল বহরমপুর শহরে। সিপিএম আর কংগ্রেসের পতাকা মুর্শিদাবাদে জোটের বার্তায় কার্যত উজ্জীবিত বাম-কংগ্রেস সমর্থকরা। শুরু থেকেই মিছিলের অগ্রভাগে হাত ধরাধরি করে হাঁটেন বাম-কংগ্রেস জোটের অন্যতম দুই সেনাপতি। যদিও মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় ভিতরে যাননি অধীর। জোটের হয়ে মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে ছিলেন বহরমপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক মনোজ চক্রবর্তী। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহম্মদ সেলিম বলেন, 'এই লড়াই বাংলাকে বাঁচানোর লড়াই। মুর্শিদাবাদ বাংলাকে পথ দেখাবে।' শক্তিপুর প্রসঙ্গে বলেন, 'বিজেপি-তৃণমূল ধর্মের নামে শক্তিপুরে শক্তি প্রদর্শন করছে। ধর্মের নামে ভোট বিভাজনের চেষ্টা করছে। এই নির্বাচনে বাংলার মানুষ মোদি মমতাকে আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।' আজই এক জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তুলেছেন, রামনবমীর আগে পরিকল্পিত ভাবে ডিআইজি মুকেশ কুমারকে নির্বাচন কমিশন অপসারণ করেছে। এই প্রসঙ্গে মহম্মদ সেলিম বলেন, 'মুকেশ কুমারের বিরুদ্ধে আমি এবং অধীর চৌধুরী অভিযোগ করেছিলাম।'

ঘাটালে দেবের সভায় হুড়মুড়িয়ে ভাঙল মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিনেতা দেবের সভা চলাকালীন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল মঞ্চ। বুধবার সন্ধ্যার পর ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত দাসপুরের ঝাউতলা, কানুরামগড় সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত ছোট ছোট সভা করেন তৃণমূল প্রার্থী দীপক অধিকারী। কানুরামগড়ে সভা চলাকালীন ছোট্ট মঞ্চে দেবের অনুরাগী শতাধিক লোক উঠে পড়লে মঞ্চের একাংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ওই সময় তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা দেবের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছিলেন এবং ছবি তুলতে ব্যস্ত ছিলেন। তবে মঞ্চ ভেঙে পড়লেও কারো কোনও ক্ষতি হয়নি বলে জানা গিয়েছে। মঞ্চের ওপর প্রচুর পরিমাণে ভিড় থাকার কারণেই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।

শত্রুঘ্ন সিনহার বিরুদ্ধে পোস্টার বিতর্কের পরই সস্ত্রীক প্রচারে অণ্ডালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: মঙ্গলবার অণ্ডাল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ এবারের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার নামে পড়েছিল নিখোঁজ সাংসদ লেখা পোস্টার। অণ্ডাল গ্রাম বিজেপি লেখা এই পোস্টার নিয়ে শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক বিতর্ক। পোস্টার পড়ার একদিন পরেই এদিন বৃহস্পতিবার ভোট প্রচারে অণ্ডাল গ্রামে আসেন প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা। এদিন বিকেল চারটে পনেরো নাগাদ দিল্লি থেকে সরাসরি বিমানে অণ্ডাল আসেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন সাংসদ পত্নী পুনম সিনহাও। এয়ারপোর্টে প্রার্থীকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক, দলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সহ অন্যরা। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে দুবচুরিয়া বাস স্ট্যান্ড থেকে হুডখোলা গাড়িতে চড়ে সস্ত্রীক প্রার্থী রোড শোতে অংশ নেন। দুবচুরিয়া, অণ্ডাল গ্রাম, অণ্ডাল মোড় হয়ে রোড শো এগিয়ে যায় শ্রীরামপুর গ্রাম পর্যন্ত। রোড শোয়ে প্রার্থীর সঙ্গে হাঁটেন কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক। রোড শোর পথে বিভিন্ন জায়গায় ফুলের মালা, উত্তরীয় পরিয়ে প্রার্থীকে স্বাগত জানানো হয়।

শর্মিলা সরকারের সমর্থনে কর্মিসভা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: ইডির সর্বপ্রথম উচিত বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতিকে অ্যারেস্ট করা। কেজরিওয়াল নয় জেলে বসে আম খাচ্ছেন, কিন্তু বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বাড়িতে বসে আম খাচ্ছেন। একই সঙ্গে ফরেন্সিক রিপোর্টে ভয়েস ক্লিপিংয়ের সঙ্গে মিলে গেল সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বর, যা নিয়ে এদিন মুখ খুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ইডি আদালতে যাবে আমার কিছু বলার নেই, ভয়েস ক্লিপিংটা যাঁর সঙ্গে তাঁকে কি অ্যারেস্ট করেছে?' ইডি প্রশ্ন ছুড়ে দেন তিনি।

উল্লেখ্য, বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডক্টর শর্মিলা সরকারের সমর্থনে কালনার মধুবন এলাকার একটি অনুষ্ঠান হলে কর্মিসভা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই কর্মিসভা ছেড়ে বেরিয়ে সেদিন বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে পাঁচটা নাগাদ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই বলেন তিনি।

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: পশ্চিমবঙ্গ

L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে

যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা / গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা / গণ এবং জামিনদার / গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে ''আনডেলিভার্ড'' হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল&টি ফাইনান্সিয়া সার্ভিসকে। (পূর্বে, এল&টি হোল্ডিংস ফাইন্যান্স লিমিটেড) 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: এনপিএ তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: বকেয়া রাশি (₹)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
H172992408210 15216 এবং H172992408210 15216L	1. সঞ্জীব দাস 2. ঊর্মিলা মিত্র 3. মেসার্স কানন জুয়েলার্স (এর মালিক সঞ্জীব দাসের মাধ্যমে)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ: 08/04/2024 এনপিএ তারিখ: 01/03/2024	01/04/2024 তারিখ পর্যন্ত 20,83,586.24/- টাকা (কুড়ি লাখ আশি হাজার পাঁচশো আশি টাকা ও চব্বিশ পয়সা)	**পরিস্থিতি-I** সম্পত্তির প্রতিটি অংশ সমেত ঠিকানা: প্রায় 720 বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ ক্ষেত্রফল) পরিমাপের ''রাধাকৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট ফেজ-ii'' নামক ও পরিচিত বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলে ফ্ল্যাট নং 3 ও সেইসাথে কমন প্যাসেজ, সিঁড়ি, উপরের তলার ছাদ, কমন স্পেস, নর্দমা, লিফ্‌ট, স্যানিটারি চেম্বার, জলের ট্যাঙ্ক, মোটর পাম্প, পাইপলাইন, ইত্যাদি এবং প্রায় 17.56 দশমিক পরিমাপের আর.এস. দাগ নং 426-এর অংশ গঠনকারী জমির প্লটে বা তার উপর তৈরী ও নির্মাণ করা যা ডানকুনি পৌরসভার সীমার মধ্যে পৌরসভা ওয়ার্ড নং 18-এর অধীনে হুগলি জেলায় ডানকুনি পুলিশ থানার অধীনে কালীপুর মৌজাতে এল.আর. খতিয়ান নং 37/5, 37/6 ও 37/7, জে.আই. নং 99-এর অধীনে এল.আর. দাগ নং 490-এর অনুরূপ।

সীমানা		
সীমানা	পূর্ব	ফ্ল্যাট নং 6
	পশ্চিম	ফ্ল্যাট নং 1
	উত্তর	খোলা জায়গা
	দক্ষিণ	সিঁড়ি পর্যন্ত কমন প্যাসেজ

তারিখ: 19.04.2024
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম -তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **২২.০৫.২০২৪** তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময়- তারিখ - ২২.০৫.২০২৪
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে প্রত্যেকটি ডাকের জন্য
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স অ্যাকোয়া ইঞ্জিনিয়ারিং,** প্রযত্নে : শ্রী ঋত্বিক ঢোল (জামিনদাতা এবং প্রথম মালিক/অধিকারী ফ্ল্যাটের), খড়িদা,বিধানপল্লি, পো : খড়গপুর, জেলা: পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৩০১, **শ্রী ঋত্বিক ঢোল** (পিতা এবং স্বাভাবিক অভিভাবক ঋতম ঢোল-আইনি উত্তরাধিকারী -প্রয়াত মম ঢোলের) ফ্ল্যাট নং ১এ, ব্লক বি,২য়তল, ডায়মন্ড টাওয়ার-৩, রাজপুরা, থানা : খড়গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৩০১।	ফ্ল্যাট নং ১/এ, ২য়তলে, ব্লক বি, ডায়মন্ড টাওয়ার -৩ পাঁচতলা আরসিসি কাঠামোর বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৬৭ বর্গফুট (৫৫৬ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া এবং ১১১ বর্গফুট সকলের ব্যবহারের এলাকা) এবং পার্কিং এরিয়া আনুমানিক ১০০ বর্গফুট বেসমেন্টে, মৌজা : রাজপুরা, এলআর প্লট নং ৩৮৭, জেএল নং ১৩০, এলআর খতিয়ান নং ২৪০, কলাইকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : খড়গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ১-৪৪৫৯-২০১৩ সালের, সিডি ভল্যুম নং ১০, পৃষ্ঠা ৪৯৫৮ থেকে ৪৯৯৩, সম্পত্তি শ্রী ঋত্বিক ঢোল এবং প্রয়াত মম ঢোল এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত। **সম্পত্তির আইডি : এসবিআইএন৪০০০৫০৭০৮৫৪৩** **ব্যাঙ্কের সহিত আইনি জটিলতা : নেই** **ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত**	**৩৪,৯৯,৮১১.৬৯ টাকা** **(চৌত্রিশ লাখ নিরানব্বই হাজার আটশ এগার টাকা এবং উনসত্তর পয়সা) টাকা ৩১.০১.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ **যোগাযোগের ব্যক্তি : ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪**	১৭,০০,০০০.০০ টাকা / ১,৭০,০০০.০০ টাকা / ২৫,০০০.০০ টাকা **পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৫.০৫.২০২৪**
২.	ঋণগ্রহীতা : **শ্রী পঙ্কজ মাল্লা** লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক এ,ফ্ল্যাট নং ১এ, ২য়তল, নং ৩, নৃসিংহ দত্ত রোড, বড়িশা, কলকাতা: ৭০০০০৮।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট বা ভবনের অংশ ফ্ল্যাট নং ৭৪০৪, ব্লক বি-৭, ৫মতল, প্রেমিসেস সোয়ানগ্রিন এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত রসপুঞ্জ, বাকড়াহাট রোড, মৌজা : রসপুঞ্জ, জেএল নং ১৫,থানা : বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১০৪, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৮৬ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া : ৬৫৮ বর্গফুট, রেজিস্ট্রিকৃত পঙ্কজ মাল্লার নামে , উল্লেখ্য দলিল নং ১-১০৫৬-২০২০ সালের তারিখ ২৭/০২/২০২০ , সম্পত্তির চৌহদ্দি : (দলিল অনুযায়ী) : পূর্বে : সড়ক,পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ৭৪০১, উত্তরে: ফ্ল্যাট নং ৭৪০৩, দক্ষিণে : সিঁড়ি। **ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।** **সম্পত্তির আইডি : এসবিআইএন২০০০৩৮০৮৭৫১২**	**২৪,৭৭,৯৪০.০০ টাকা** **(চব্বিশ লাখ সাতাত্তর হাজার নশো চল্লিশ টাকা) টাকা ১৮.০৪.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ ১৯.০৪.২০২২ থেকে বকেয়া **যোগাযোগের ব্যক্তি : ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭৭৫৩০৭**	২৩,০০,০০০.০০ টাকা / ২,৩০,০০০.০০ টাকা / ১০,০০০.০০ টাকা **পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৫.০৫.২০২৪**

ঋণগ্রহীতার তল্লাসি - অ্যাকোয়া ইঞ্জিনিয়ারিং, (ক্রম নং ১)

সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফস	ভিডিও

ঋণগ্রহীতার তল্লাসি - শ্রী পঙ্কজ মাল্লা (ক্রম নং ২)

সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফস	ভিডিও

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ১৯.০৪.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

অবাধ ও স্বচ্ছ ভোটের স্বার্থে কমিশনকে পদক্ষেপ করতে সুপ্রিম নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল: অবাধ এবং স্বচ্ছ ভোটের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। ভিভিপ্যাট পদ্ধতির মাধ্যমে কাগজের স্লিপ-সহ বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রে (ইভিএম) পাওয়া ভোটের ফলাফল পুনর্মূল্যায়নের (ক্রস-ভেরিফিকেশন) দাবিতে একটি আবেদনের শুনানির সময় বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ।

দুই বিচারপতির বেঞ্চ বৃহস্পতিবার পর্যবেক্ষণে বলেছে, 'নির্বাচন প্রক্রিয়ার পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে। কারও মনে যেন আশঙ্কা তৈরি না হয় যে, যা উচিত তা করা হচ্ছে না।' প্রসঙ্গত, ইভিএমে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়া হল কি না, ভিভিপ্যাট স্লিপের মাধ্যমে তা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ রয়েছে ভোটারের। কিন্তু নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে কাজ করা সংস্থা, অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মসের (এডিআর) অভিযোগ, প্রতিটি বিধানসভায় ২০০টি ভিভিপ্যাট মেশিন থাকলেও পাঁচটির বেশি গণনাই করা হয় না।

সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা মামলার শুনানিতে এডিআরের আইনজীবী নিজাম পাশা বৃহস্পতিবার বলেন, 'ভিভিপ্যাট স্লিপ সংগ্রহ করে ব্যালট বাক্সে ফেলার সুযোগ দেওয়া উচিত ভোটারদের। জালিয়াতির সম্ভাবনা আটকাতে প্রতিটি ভিভিপ্যাট স্লিপ গণনা করা উচিত।' সংস্থার আর এক আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ বুধবার এই মামলার শুনানিতে জানিয়েছিলেন, ইউরোপের অধিকাংশ দেশই ইভিএমের বদলে ব্যালটে ভোট করাতে শুরু করেছে। ফলে ভারতেও ব্যালটে ফিরে যাওয়া যেতে পারে, অথবা ভিভিপ্যাট স্লিপ ভোটারদের হাতে দেওয়া হোক। তারা সেটি ব্যালট বাক্সে জমা করবেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় ভোটারের পছন্দের গোপনীয়তা রাখার গণতান্ত্রিক অধিকার বজায় থাকবে কি না তা নিয়ে বৃহস্পতিবার প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি খন্না। আবেদনকারী পক্ষ তখন জানায়, সেই সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে নির্বাচন কমিশনকেই। প্রশান্তের মন্তব্য, 'গোপনীয়তার সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না।' কিন্তু কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রত্যেক ভোটারকে ভিভিপ্যাট স্লিপ দেখতে দিলে গোপনীয়তা রক্ষা করা ঝুঁকি হয়ে যাবে।

কেরলে একটি মহড়ার জন্য সম্প্রতি নকল ভোটের আয়োজন হয়েছিল কয়েকটি ইভিএমে। সেখানে বিজেপি প্রতীকে প্রাপ্ত ভোট প্রকৃত ভোটের চেয়ে বেশি হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী মনিন্দর সিং জানান, বর্তমানে ইভিএমের কন্ট্রোল ইউনিট থেকে ভিভিপ্যাটকে স্লিপ ছাপানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। সেটি সিল করা বাক্সে পড়ার আগে সাত সেকেন্ডের জন্য ভোটারের সামনে দৃশ্যমান হয়।

ভিভিপ্যাট প্রিন্টারে কোনও সফওয়্যার আছে কি না দুই বিচারপতির বেঞ্চ তা নিয়ে প্রশ্ন করলে, নির্বাচন কমিশন নেতিবাচক জবাব দেয়। কমিশনের আইনজীবী বলেন, 'প্রতিটি ভিভিপ্যাটে একটি চার মেগাবাইটের ফ্ল্যাশ মেমরি থাকে যা প্রতীক সংরক্ষণ করে।' জানান, রিটার্নিং অফিসার প্রতি ভোটারের ভোটদানের আগে ইলেকট্রনিক ব্যালট প্রস্তুত করেন, যা প্রতীক লোডিং ইউনিটে লোড করা হয়। আইনজীবী মনিন্দরের কথায়, 'এটি একটি সিরিয়াল নম্বর। প্রার্থীর নাম এবং প্রতীক দেবে। কিছুই আগে থেকে লোড করা হয় না। ডেটা নয়, এটি আসলে ইমেজ ফরম্যাট।'

অমেঠিতে লড়তে রাহুলকে চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল: ইতিমধ্যে কেরলের ওয়েনাড় থেকে প্রার্থী হয়েছেন রাহুল গান্ধি। কিন্তু এখনও অমেঠি কেন্দ্রে দাঁড়াবেন কি না তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে। এই ইস্যুতে কংগ্রেস নেতাকে তাক করে উড়ে আসছে একের পর এক কটাক্ষ। গুলাম নবি আজাদের পর এবার খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন, হিম্মত থাকলে অমেঠিতে লড়াই করুন রাহুল। কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, 'সাধারণ ভোটার থেকে মিডিয়া, কারও বুঝতে বাকি নেই, কেন অমেঠি আসনে প্রার্থী হচ্ছেন না তিনি।'

সম্প্রতি একটি টিভি চ্যানেলকে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দেন শাহ। সেখানেই তিনি বলেন, 'আমি মনে করি লোকসভা ভোটে অমেঠি আসনে লড়া উচিত রাহুল গান্ধির।' কদিন আগেই কংগ্রেস নেতা দাবি করেন, আসন্ন নির্বাচনে ১৫০টির বেশি আসন পাবে না বিজেপি। সাংবাদিক এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে পালটা রাহুলকে কটাক্ষ করেন শাহ। তিনি দাবি করেন, ভোটার এবং মিডিয়ার বুঝতে বাকি নেই যে কেন রাহুল গান্ধি অমেঠি আসনে দাঁড়াচ্ছেন না।

এর আগে প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা 'মোদির বন্ধু' আজাদ মন্তব্য করেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে লড়তে ভয় পাচ্ছেন রাহুল গান্ধি। তাঁর কথায়, 'কেন বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে ভোট লড়তে দ্বিধাগ্রস্ত রাহুল গান্ধি? তিনি বিজেপির সঙ্গে লড়ার কথা বলেন, যদিও কার্যক্ষেত্রে অন্য কাজ করছেন। কেন বিজেপি-শাসিত রাজ্য থেকে সরে এসে সংখ্যালঘু অধ্যুসিত এলাকায় আশ্রয় নিতে হচ্ছে?'

ভদোদরায় তীব্র গরম থেকে বাঁচতে ট্রাফিক পুলিশদের জন্য এসি হেলমেট

ভদোদরা, ১৮ এপ্রিল: রোদ-বৃষ্টির প্রতিকূলতাতেও কর্তব্যে অবিচল থাকতেই হয় তাঁদের। কারণ শহরের যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা এবংপথচলতি আমজনতার নিরাপত্তার দায়িত্ব যে তাঁদেরই কাঁধে। এই মুহূর্তে দেশজুড়ে গ্রীষ্মের তীব্র দাপট চলছে। এই পরিস্থিতিতে ট্রাফিক পুলিশদের সুবিধার্থে অভিনব উদ্যোগ নিল গুজরাতের ভাদোদরা সিটি ট্রাফিক বিভাগ। এসি হেলমেট ব্যবহার শুরু করল তারা। এই হেলমেট নির্মাণ করছেন ভাদোদরা আইআইটির পড়ুয়ারা।

জানা গিয়েছে, সাড়ে চারশো পুলিশকর্মীকে এই হেলমেট দেওয়া হয়েছে। এতে রয়েছে ব্যাটারি। যার সাহায্যে চালিত হয় হেলমেটে থাকা যন্ত্রটি। এর কাজ পরিধানকারীর শরীরে তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখা। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ওই হেলমেট যা মাথা যেমন ঠান্ডা রাখছে, তেমনই ধুলো-ধোয়া থেকেও রক্ষা করছে।

বৃহস্পতিবার ভাদোদরার তাপমাত্রা ছুঁয়েছে ৩৮ ডিগ্রির পারদ। বুধবারই গুজরাত জুড়ে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তাপমাত্রা ছুঁতে পারে ৪২ ডিগ্রি। এখানে গরম শুকনো, আর্দ্র নয়। ফলে তাপপ্রবাহে দীর্ঘ সময় রোদে থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই পরিস্থিতিতে গুজরাতের ট্রাফিক পুলিশের জন্য এমন অভিনব উদ্যোগ প্রশংসা পাচ্ছে। তবে এই প্রথম নয়। গত বছর আমদাবাদ সিটি ট্রাফিক বিভাগ পরীক্ষামূলক ভাবে এসি হেলমেট ব্যবহার শুরু করেছিল।

অত্যাধিক গরমে মায়ানমারের সু কিকে জেল থেকে 'গৃহবন্দি' করার সিদ্ধান্ত

নেপেইদ, ১৮ এপ্রিল: সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত মায়ানমারের গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী আং সান সু কিকে কারাগার থেকে সরিয়ে গৃহবন্দি করা হয়েছে। প্রচণ্ড গরমে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় মায়ানমারের কারাবন্দি নেতা সু কিকে কারাগার থেকে সরিয়ে গৃহবন্দি করা হয়েছে বলে জুন্টা সরকারের তরফে জানা গিয়েছে।

মেজর জেনারেল জাও মিন তুন বলেন, যেহেতু আবহাওয়া এখন অত্যন্ত গরম তাই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। তবে এটি শুধুমাত্র আং সান সু কির জন্য নয়, যাদের জন্য বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন বিশেষ করে বয়স্ক বন্দিদের হিট স্ট্রোক থেকে রক্ষা করার জন্য কাজ করছি। মায়ানমারের আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, মঙ্গলবার নেপেইদের তাপমাত্রা ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। ২০২১ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ৭৮ বছর বয়সি সু কি সরকারকে উৎখাত করা হয়। এর পর থেকে মায়ানমারের সেনাবাহিনী তাঁকে আটক করে রেখেছে। রাষ্ট্রদ্রোহ এবং

ঘুষ থেকে শুরু করে টেলিকমিউনিকেশন আইন লঙ্ঘন পর্যন্ত নানা অপরাধে নোবেলজয়ী এই নেত্রীকে ২৭ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগই অস্বীকার করেছেন আং সান সু কি। এর আগে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে সু কির ছেলে কিম অ্যারিস বলেছিলেন, তাঁর মাকে নির্জন কারাগারে রাখা হয়েছে। ১৯৮৯ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে প্রায় ১৫ বছর গৃহবন্দি ছিলেন সু কি। তাঁর হাত ধরেই ২০১০ সালে মায়ানমারে গণতন্ত্র ফিরেছিল। বিশ্বনেতারা এবং মায়ানমারের গণতন্ত্রপন্থী নেতারা বারবারই সু কিকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছেন।

রুশ মিসাইল হামলায় ইউক্রেনে প্রাণ হারালেন অন্তত ১৭ জন

অস্ত্রভাণ্ডারে টান, দুর্বল বায়ু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দায় নিলেন জেলেনস্কি

কিয়েভ, ১৮ এপ্রিল: ফের ইউক্রেনে ভয়াবহ আঘাত হানল রাশিয়া। রুশ মিসাইল হামলায় প্রাণ হারালেন অন্তত ১৭ জন। আহত হয়েছেন বহু। গত দু'বছর ধরে দু'দেশের মধ্যে এই রক্তক্ষয়ী লড়াই চলছে। অস্ত্রভাণ্ডারে টান পড়তে শুরু করেছে কিয়েভের। দুর্বল হয়ে পড়ছে বায়ু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। যার ফলে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়নি মস্কোর এই হামলার। এমনটাই জানিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোডিমির জেলেনস্কি।

বোমাবর্ষণ, হানাহানি, রক্তপাত সব কিছুই অব্যাহত। দু'বছর পেরিয়ে গেলেও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের চিত্রটা খুব একটা পালটায়নি। গত কয়েকমাসে ইউক্রেনে হামলার সংখ্যা বাড়িয়েছে মস্কো। সূত্রে খবর, বুধবার বিকালে ইউক্রেনের অন্যতম জনবহুল শহর চেরনিহিভে আছড়ে পড়ে রাশিয়ার মিসাইল। এই হামলায় এখনও পর্যন্ত ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৬১ জন। ফলে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে রাশিয়ার এই হামলায় নিজেদের দুর্বল বায়ু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেই দুষেছেন জেলেনস্কি। ক্ষোভ উগরে তিনি বলেন, যদি আমাদের পর্যাপ্ত বায়ু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকত তাহলে এই হামলা ঠেকানো যেত। গোটা বিশ্বকে

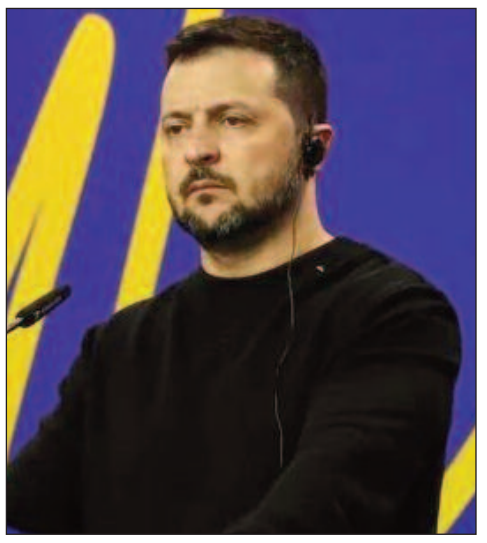

মানতে রুশ জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রয়োজন রয়েছে। শহরের যে অংশে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়েছিল সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল রয়েছে। এই প্রসঙ্গ টেনে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বলেন, যাঁরা মানুষের জীবন বাঁচান, যাঁরা সন্ত্রাস রুখতে পদক্ষেপ করেন তাঁদেরকেই আক্রমণ করে জঙ্গিরা।

উল্লেখ্য, গত মার্চ মাসেই ইউক্রেনের বন্দরনগরী ওডেসায় ড্রোন হামলায় ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল বহুতল। প্রাণ হারিয়েছিলেন কমপক্ষে ৮ জন। মৃতদের মধ্যে ছিল ২ শিশুও। সেই প্রাণহানির জন্যও অস্ত্র সরবরাহের বিলম্ব হওয়াকেই দায়ী করেছিলেন জেলেনস্কি।

বলে রাখা ভালো, আগামী ১০ বছরের জন্য ইউক্রেনের সঙ্গে নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে পশ্চিমের ৭টি দেশ। যুদ্ধের শুরু থেকে ইউক্রেনের পাশে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা। মার্কিন অস্ত্রবলেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে পালটা আক্রমণ শুরু করেছে কিয়েভ। মস্কোর প্রতিটা আক্রমণের কড়া জবাব দিচ্ছে ইউক্রেনীয় ফৌজ। কিন্তু এবার ভাঁড়ারে টান পড়তে শুরু করেছে ওয়াশিংটনের। ওয়াকিবহাল মহল বলছে, ইউক্রেনকে বেহিসাব সামরিক সহায়তার ফলে আমেরিকার অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে এই সহায়তা নিয়ে আমেরিকার অন্দরেই চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। যেকারণে ইউক্রেনের জন্য বরাদ্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক প্যাকেজ মার্কিন কংগ্রেসে অনুমোদনের জন্য আটকে রয়েছে।

দেশে ফিরলেন ইরানের হাতে আটক ভারতীয় নাবিক

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল: অবশেষে দেশে ফিরলেন ইরানের হাতে আটকে পড়া ভারতীয় নাবিক। বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, ইরান থেকে ভারতে ফিরে এসেছেন আটকে পড়া এক নাবিক। আটকে পড়া বাকি নাগরিকদের সুরক্ষিত রাখতেও ইরানের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে বলে মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে।

গত দুসপ্তাহ ধরেই মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল। এহেন পরিস্থিতিতে ১৩ এপ্রিল হরমুজ প্রণালীতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে একটি ইজরায়েলি জাহাজকে আটক করে ইরানের বিশেষ বাহিনী 'রেভোলিউশনারি গার্ডস অ্যারোস্পেস ফোর্স'। ওই জাহাজের ২৫ জন নাবিকের মধ্যে ১৭ জনই ভারতীয়। তাঁরা ইরানের বিশেষ বাহিনীর হাতে 'বন্দি'হন। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই

চিন্তিত হয়ে পড়েন নাবিকদের পরিবার। কীভাবে ভারতীয় নাবিকদের মুক্তি দেওয়া হবে, সেই নিয়ে তেহরানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরও।

পাঁচদিন জাহাজে বন্দি থাকার পর অবশেষে বৃহস্পতিবার দেশে ফিরেছেন অ্যান টেসা জোসেফ নামে এক নাবিক। কেরলের ত্রিশূরের বাসিন্দা তিনি। বৃহস্পতিবার কোচিন বিমানবন্দরে পৌঁছন এই নাবিক। তার পরে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, পণ্যবাহী জাহাজে আটকে থাকা বাকি ১৬ ভারতীয়র সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে তেহরানের ভারতীয় দূতাবাস। সকলেই সুস্থ রয়েছেন, পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখেছেন তাঁরা। ইরানের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে ভারত সরকার।

ইরানের জাহাজ থেকে ভারতীয় নাবিক দেশে ফেরার পরে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন জয়শংকর। ইরানের ভারতীয় দূতাবাসকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি লেখেন, 'অ্যান টেসা জোসেফ দেশে ফিরেছেন, তাই আমরা খুব খুশি। মোদির গ্যারান্টি সব সময় পূরণ হয়। সেটা দেশে হোক বা বিদেশে।' যদিও আটকে পড়া বাকি নাবিকরা কবে ভারতে ফিরবেন সেই নিয়ে কিছু জানানো হয়নি বিদেশ মন্ত্রকের তরফে।

আম, মিষ্টি খেয়ে জেলমুক্তির ছক কষছেন কেজরিওয়াল!

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল: তিনি ডায়াবেটিসের রোগী। কিন্তু জেলে বসে খেয়ে চলেছেন চিনি দিয়ে চা, কলা, মিষ্টি, আম! অরবিন্দ কেজরিওয়াল সম্পর্কে এমনই দাবি ইডির। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধির দাবি, 'এভাবে ব্লাড সুগার

দাবি ইডির

বাড়িয়ে 'মেডিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড' দেখিয়ে জামিন পেতে চাইবেন কেজরি। এটাই তাঁর নতুন পরিকল্পনা।'

তাঁর রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখা হোক; এমন আর্জি নিয়ে দিল্লির একটি নিম্ন আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আম আদমি পার্টি (আপ)-র প্রধান কেজরিওয়াল। সঙ্গে এই আর্জিও জানিয়েছিলেন যে, তাঁকে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ দেওয়া হোক। বৃহস্পতিবার সেই মামলারই শুনানি চলছিল আদালতে। শুনানি পর্ব চলার সময়ে ইডির বিশেষ কৌঁসুলি জোহেব হোসেন হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে জানান, ব্লাড সুগার বৃদ্ধি করার জন্য জেলে ইচ্ছাকৃত ভাবে বেশি মিষ্টি আর আম খেয়ে যাচ্ছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। ইডির আরও দাবি, নিজের ব্লাড সুগারের মাত্রায় তারতম্য ঘটছে, এমনটা দেখিয়েই জামিন নিশ্চিত করতে চাইছেন দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া কেজরিওয়াল।

বৃহস্পতিবার আদালতে ইডির প্রতিনিধি বলেন, 'অরবিন্দ কেজরিওয়াল খাচ্ছেন চিনি দিয়ে চা, পুরী, আলু সবজি, কলা এই সব। উনি টাইপ ২ ডায়াবেটিস মেলিটাস ব্লাড সুগারের রোগী। ভালো করেই জানেন এই সব খাবার খেলে ওঁর ব্লাড সুগার বাড়বে।'

পুতিনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে প্রস্তুতি নাভালনির স্ত্রী

টাইম ম্যাগাজিন কভারে স্থান পেলেন ইউলিয়া নাভালনায়া

মস্কো, ১৮ এপ্রিল: টাইম ম্যাগাজিনের বিশ্বের ১০০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় স্থান পেলেন অ্যালেক্সেই নাভালনির স্ত্রী ইউলিয়া নাভালনায়া। সাক্ষাৎকারে জানান দিলেন তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা। স্বামীর মৃত্যুর পর রাজনীতির ময়াদানে পা রেখেছেন ইউলিয়া। নাভালনির অসম্পূর্ণ কাজ পূরণ করার অঙ্গীকার নিয়েছেন তিনি। বিরোধী নেত্রী হিসাবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে টক্কর নেওয়াই এখন তাঁর লক্ষ্য। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার জেলে মৃত্যু হয় রাশিয়ার বিরোধী নেতা তথা পুতিনের সমালোচক নাভালনির। কিন্তু মনোবল হারাননি স্ত্রী ইউলিয়া।

চোখের জল মুছে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। স্বামীর মৃত্যুর ছয় দিনের মাথাতেই রাজনীতিতে নাম লেখানোর সিদ্ধান্ত নেন ইউলিয়া। এ নিয়ে টাইমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রয়াত রুশ নেতার স্ত্রী জানিয়েছেন, আমি অ্যালেক্সেইয়ের সমর্থকদের মনোবল বাড়াতে রাজনীতিতে নেমেছি। তাঁদের আশা জোগানোর পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিরুদ্ধেও লড়াই চালিয়ে যাব। আমি আর অ্যালেক্সেই কোনওদিনই রাজনীতিতে আসা নিয়ে আলোচনা করিনি। কিন্তু যেটা ঘটেছে তা ঘটা উচিত ছিল না। ওরা যদি মনে করে অ্যালেক্সেইকে খুন করে সব কিছুর অবসান ঘটিয়ে দিয়েছে তাহলে ওরা ভুল ভাবছে।

২০ বছরের বিবাহিত জীবনে সমস্ত রকম পরিস্থিতিতে নাভালনির পাশে থেকেছেন ইউলিয়া। তিনিই নাকি ছিলেন নিহত রুশ বিরোধীনেতার অন্যতম শক্তি। ক্যামেরার সামনে খুব একটা আসতে চাইতেন না ইউলিয়া। প্রচারের আলো থেকে সব সময় দূরে থাকতেন। কিন্তু এবার নিজেকে বদলে ফেলেছেন ইউলিয়া। পুতিনের চোখে চোখ রেখে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তিনি। এখন তাঁর প্রধান কাজ রাশিয়ার বিরোধী দলকে নেতৃত্ব দেওয়া। নাভালনির মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরই রুশ প্রেসিডেন্টের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়ে ছিলেন ইউলিয়া।

উল্লেখ্য, পুতিনের সমালোচক হিসাবেই খ্যাত ছিলেন নাভালনি। ক্রেমলিনের অন্দরে চলা দুর্নীতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সরব ছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, ইউক্রেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলার ডাকও দিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। এহেন পরিস্থিতিতে জালিয়াতি ও দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগে নাভালনিকে দোষী সাব্যস্ত করে রাশিয়ার একটি আদালত। তাঁর সাজার মেয়াদ বাড়িয়ে ৯ বছর করা হয়। পরে তা আরও বেড়ে একলাফে হয় ১৯ বছর। বন্দি অবস্থায়তেই ১৬ ফেব্রুয়ারি মৃত্যু হয় নাভালনির। তার পর থেকেই সরগরম হয়ে ওঠে রাশিয়ার রাজনীতি।

পূর্ব রেলওয়ে

চীফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক প্রখ্যাত প্রামাণ্য এবং যোগ্য রেলওয়ে ঠিকাদার এবং যাঁরা সরকারি দপ্তর/রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের তালিকার উপযুক্ত তাদের নিকট থেকে নিম্নে উল্লিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে:- **ক্রম নং. ১, টেন্ডার নং. এবং কাজের নামঃ ইএনজিজি-১৩-২৩-২৪-এলএলএইচওপেন** এবং সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া-তে এসসিআর শপ-এর ক্ষতিগ্রস্ত স্তম্ভের মেরামতি/ শক্তিশালী করার ব্যবস্থার ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডারের মূল্যঃ** ₹৬০,৩২,৩৩৪.০৮; **বায়না অর্থঃ** ₹১,২০,৭০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ২৭০ দিন; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ০৯.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। বিশদ টেন্ডার **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে বলা হচ্ছে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। MISC-16/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BGVB BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK
HEAD OFFICE BMC HOUSE, NH-34, CHUANPUR,P.O: CHALTIA, BERHAMPUR,DIST: MURSHIDABAD, PIN- 742101

বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ক্রমাঙ্ক সংখ্যা- BGVB/P&D/৮৯৪/ ২০২৪-২৫ তারিখ ১৬-ই এপ্রিল ২০২৪, **পি এম ও দ্বিতীয় তলে নির্মাণ ও মেরামতি কাজ, আসবাবপত্র এবং বৈদ্যুতিক কাজের জন্য টেন্ডার** জারি করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ব্যাঙ্ক -এর ওয়েবসাইট https://bgvb.in এ নোটিশ ও টেন্ডার বিভাগ দেখুন।
- মহাপ্রবন্ধক

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তুলল ১৯২

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলায় প্রবল গরম। সূর্যের তেজে হাঁসফাঁস অবস্থা বঙ্গবাসীর। বৃহস্পতিবার সূর্যের দাপট থেকে রেহাই পেল না পঞ্জাবও। তবে এই সূর্য ব্যাট হাতে, মাটির উপর ছিলেন। পুরো নাম সূর্যকুমার যাদব। ৫৩ বলে তাঁর করা ৭৮ রানের দাপটে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ১৯২ রান তুলল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

টস জিতে মুম্বইকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন স্যাম কারেন। পঞ্জাবের অধিনায়ক শিখর ধাওয়ান এখনও পুরোপুরি সুস্থ নন। তাঁর জায়গায় দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কারেন। মুম্বই অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ড্য যদিও টস জিতলে প্রথমে ব্যাট করতেন বলে জানালেন। ম্যাচের প্রথম ২০ ওভার শেষে হার্দিকের সিদ্ধান্তই ঠিক বলে মনে হচ্ছে। কারণ মুম্বই ১৯২ রান তুলে ফেলল পঞ্জাবের বিরুদ্ধে।

ওপেনার ঈশান কিশন রান পাননি। ৮ বলে ৮ রান করে কাগিসো রাবাডা নির্বিষ বলে আউট হলেন তিনি। রাবাডাও ভাবেননি যে, তিনি ওই বলে উইকেট পাবেন। তবে ঈশান আউট হতেই নামেন সূর্যকুমার। শুরু থেকেই বড় শট খেলার চেষ্টা করছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে ছিলেন রোহিত শর্মা। যিনি বৃহস্পতিবার আইপিএলে ২৫০তম ম্যাচ খেলে ফেললেন। সেই ম্যাচে নজিরও গড়লেন। আইপিএলে ৬৫০০ রানের গণ্ডি পার করলেন রোহিত। পঞ্জাবের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার করলেন ২৫ বলে ৩৬ রান।

সূর্যকুমারের রান পাওয়া ভারতের জন্য স্বস্তির। তিনটি ছক্কা এবং সাতটি চার মারেন তিনি। আগের ম্যাচে শূন্য করেছিলেন সূর্যকুমার। তার আগের ম্যাচে অর্ধশতরান। এই ম্যাচে আবার অর্ধশতরান করলেন তিনি। ইনিংস শেষ সূর্য বলেন, জীবনে ওঠানামা থাকে। তেমনই আমার ইনিংস।দ সেই সঙ্গে সূর্য জানালেন যে তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন। তিনি বলেন, তআমি ফিল্ডিং করছি। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি ৪০ ওভার মাঠে থাকতে পারব।

সূর্য রান পেলেও আবার ব্যর্থ হার্দিক। মাত্র ১০ রান করে আউট হয়ে গেলেন তিনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে সূর্যকুমার ভারতীয় দলকে স্বস্তি দিলেও চিন্তায় রাখছেন রোহিত। এ বারের আইপিএলে রান পাচ্ছেন না তিনি। বল হাতেও খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারছেন না। বরং তিলক বর্মা ১৮ বলে ৩৪ রান করে দলকে ভরসা দিলেন। তিনি বলও করতে পারেন। আগামী দিনে হার্দিকের বদলে তিলককে ভারতীয় দলে দেখা গেলে খুব অবাক হওয়ার থাকবে না।

ধোনির হোর্ডিংয়ে ভরে গিয়েছে লখনউয়ের রাস্তা

মাহি ভাল খেলুন, চায় বিপক্ষ সঞ্জীব গোয়েন্কার দলও

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৪ ঘণ্টা পরে লখনউয়ের মাঠে খেলতে নামবেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। লখনউ সুপার জায়ান্টসকে আইপিএলের প্লে-অফের লড়াইয়ে থাকতে হলে এই ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসকে হারাতে হবে। কিন্তু এই ম্যাচে ধোনি ভাল খেলুন, সেটাই চাইছে কলকাতার শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েন্কার দল লখনউ। ধোনির হোর্ডিংয়ে ভরে গিয়েছে লখনউয়ের রাস্তা।

আরও একটি ব্যানার দেখা গিয়েছে যা ধোনির জার্সির সংখ্যা নিয়ে। চেন্নাই-লখনউ ম্যাচ এ বারের আইপিএলের ৩৪ তম ম্যাচ। ৩ ও ৪ যোগ করলে ৭ হয়, যা ধোনির জার্সির সংখ্যা। এখন থেকেই

সমাজমাধ্যমে যে ভাবে ধোনিকে নিয়ে পোস্ট দেখা যাচ্ছে, তাতে শুক্রবার সন্ধ্যায় লখনউয়ের স্টেডিয়ামে হলুদের আধিক্য চোখে পড়লেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

চলতি আইপিএলে মাত্র তিনটি ম্যাচে ব্যাট করেছেন ধোনি। তার মধ্যে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে শেষ চার বলের জন্য ব্যাট করতে নেমে ২০ রান করেছেন ধোনি। হার্দিক পাণ্ড্যকে পর পর তিনটি বলে ছক্কা মেরেছেন তিনি। ধোনির ব্যাটিং দেখে অবাক হয়ে গিয়েছেন সবাই। লখনউয়ের মাঠেও তিনি এমনই খেলুন, চাইছেন চেন্নাইয়ের সমর্থকেরা।

দলের হোটেলে থাকছেন না! রোহিতের সঙ্গে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ফাটল বাড়ছে!

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের আগেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে তাঁকে। নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে হার্দিক পাণ্ড্যকে। তিনি দলকে মোটেই নিপুণ ভাবে চালনা করতে পারছেন না। দলের মধ্যেই জনপ্রিয় নন। এর মাঝেই রোহিত এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, মুম্বইয়ে ঘরের মাঠে খেলা থাকলে তিনি দলের সঙ্গে হোটেলে থাকছেন না। এতে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, রোহিতের সঙ্গে মুম্বইয়ের ফাটল কি আরও বেড়েছে?

সেই জল্পনার অবসান নিজেই করেছেন রোহিত। জানিয়েছেন, হোটেলে না থেকে নিজের বাড়িতেই থাকছেন। ইউটিউবের একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, তএখন আমার হাতে অনেক সময় রয়েছে। তাই নিজের পরিবারের সঙ্গে যতটা পারি সময় কাটাচ্ছি। নিজের বাড়িতেই থাকছি মুম্বই এলে। আগের যে চারটে ম্যাচ মুম্বই খেলেছে ওয়াংখেড়েতে, সব ক্ষেত্রেই আমি নিজের বাড়িতে ছিলাম। দলের বৈঠকের এক ঘণ্টা আগে হোটেলে

যাচ্ছিলাম। অন্যান্য বারের থেকে ব্যাপারটা আলাদা হলেও বেশ ভালই লেগেছে।দ

কিছু দিন আগে মুম্বইয়ের হয়ে ১২ বছর পর শতরান করেন রোহিত। তবু চেন্নাইয়ের কাছে সেই ম্যাচে হেরে যায় মুম্বই। রোহিতের ইনিংস অবশ্য অনেকের মন জয় করেছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে রোহিতের এই ছন্দ ভারতীয় দলের চিন্তা কমাবে বলে অনেকেই আশা করছেন।

শেষ চারের লড়াইয়ে সাহাল আব্দুল সামাদকে ফেরাতে মরিয়া মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে সৌদি আরবের আভায় আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচের আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে চোট পাওয়ার পর থেকেই মাঠের বাইরে রয়েছেন সাহাল আব্দুল সামাদ। সেমিফাইনালের আগে তাঁকে সুস্থ করে তোলার মরিয়া চেষ্টা চলছে।

ভারতীয় দলের অনুশীলনে পায়ের পেশিতে চোট পেয়েছিলেন সাহাল। গুয়াহাটিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্বের ম্যাচের আগেই বাদ পড়েন তিনি। তার পর থেকে কলকাতাতেই রিহ্যাব করছেন। কিন্তু মোহনবাগানের শেষ তিনটি ম্যাচেই দলে জায়গা পাননি তিনি। প্রশ্ন উঠছে আগামী ২৩ এপ্রিল সেমিফাইনালের প্রথম পর্বে কি খেলতে পারবেন সাহাল? সবুজ-মেরুন শিবিরে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, সাহালকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চান না কোচ আন্তোনিয়ো লোপেস হাবাস। সেক্ষেত্রে সেমিফাইনালের প্রথম পর্বে সাহালকে খেলানোর ঝুঁকি নিতে চান না মোহনবাগানের স্পেনীয় কোচ। কারণ, তাঁর উদ্বেগ অনেকটাই দূর হয়েছে অনিরুদ্ধ থাপা ছন্দে ফেরায়। হাবাসের অস্বস্তি বেড়েছে মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচে ব্রেন্ডন হামিল লাল কার্ড দেখায়। ফুটবলারদের ছুটি দিলেও স্পেনীয় কোচ নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন সেমিফাইনালের রণকৌশল তৈরি করতে। এই কারণেই লিগ-শিল্ড জয়ের উদ্‌যাপনে আপত্তি জানিয়েছেন তিনি। এমনকি, ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো প্রথমবার লিগ-শিল্ড

জয়ের জন্য মোহনবাগানকে সমাজমাধ্যমে অভিনন্দন জানিয়েছেন শুনেও বাড়তি উচ্ছ্বাস দেখাতে রাজি নন হাবাস। ফুটবলারদের তিনি বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন, উচ্ছ্বাসে ভেসে না গিয়ে সেমিফাইনালে মনঃসংযোগ করতে। দিমিত্রি, কামিংস-রা অবশ্য লিগ-শিল্ড জয়ের রাতেই জানিয়েছিলেন, আইএসএলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ত্রিমুকুট জেতাই তাঁদের পাখির চোখ।

শুক্রবার থেকে শেষ চারের প্রস্তুতি শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে হাবাসের। সে দিনই চূড়ান্ত হয়ে যাবে শেষ চারে মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ কারা। ওড়িশা এফসি বনাম কেরল ব্লাস্টার্স ম্যাচে জয়ী দল মুখোমুখি হবে মনবীর সিংহদের। চলতি আইএসএলে ওড়িশার সঙ্গে দুই পর্বেই ড্র করেছিল মোহনবাগান (২-২, ০-০)। কেরলের কাছে ঘরের মাঠে ০-১ হেরেছিলেন দিমিত্রি-রা। কোচিতে দ্বিতীয় পর্বে তাঁরা ৪-৩ জিতেছিলেন। সবুজ-মেরুনের সমর্থকদের অধিকাংশই শেষ চারে প্রতিপক্ষ হিসেবে কেরলকে চান। কিন্তু মোহনবাগানের কোচ থেকে ফুটবলার কোনও প্রতিপক্ষকেই হাল্কা ভাবে নিতে রাজি নন। তাঁদের মতে, শেষ চারের দ্বৈরথ কখনও সহজ হয় না।

টাইব্রেকারে ম্যান সিটিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদ, জয়ী বায়ার্নও

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা নিতে পারল না ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে টাইব্রেকারে হেরে ছিটকে গেল তারা। নির্ধারিত সময়ে খেলার ফল ১-১ থাকার পর টাইব্রেকারে জোড়া সেভ করে নায়ক রিয়াল গোলকিপার আন্দ্রে লুনিন। ৪-৩ জেতে রিয়াল। অন্য ম্যাচে, আর্সেনালকে ১-০ গোলে হারিয়ে শেষ চারে বায়ার্ন মিউনিখও। সেমিফাইনালে রিয়ালের বিরুদ্ধে খেলবে বায়ার্ন।

গত সপ্তাহে রিয়ালের ঘরের মাঠে ভাল খেলেছিল সিটি। ৩-৩ অমীমাংসিত হয়েছিল সেই ম্যাচ। ঘরের মাঠেও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাপট ছিল তাদেরই। ১২ মিনিটে রিয়ালকে এগিয়ে দিয়েছিলেন রদ্রিগো। কিন্তু বাকি ম্যাচে রিয়ালের বক্সে একের পর এক আক্রমণ হানে ম্যান সিটি। গোটা ম্যাচে তাদের বল পজেশন ছিল ৬৪ শতাংশ। শট মেরেছে ৩৩টি। কিন্তু গোলে শট তুলনায় অনেক কম।

৭৬ মিনিটে সিটির হয়ে কেভিন দি ব্রুইন সমতা ফেরানোর পর অনেকেই স্বপ্ন দেখেছিলেন প্রত্যাবর্তনের। তা হয়নি। ৯০ মিনিটে দুই পর্ব মিলিয়ে খেলার ফল ৪-৪ থাকায় ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। সেখানেও কোনও গোল হয়নি। পেনাল্টি থেকে রিয়ালের লুকা মদ্রিচের প্রথম শটই বাঁচিয়ে দেন সিটি গোলকিপার এদেরসন। কিন্তু বের্নার্দো সিলভা এবং মাতেয়ো কোভাচিচের শট বাঁচিয়ে দেন রিয়াল গোলকিপার লুনিন। সেটাই শেষ পর্যন্ত পার্থক্য গড়ে দেয় ম্যাচে।

ম্যাচের পর রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলোত্তি বলেছেন, তআমাদের কাছে এটা বাঁচার লড়াই ছিল। মাদ্রিদ এমন একটা ক্লাব যারা খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে সেরা লড়াইটা লড়ে। তখন কোনও রাস্তা থাকে না, তখকন মাদ্রিদ নিজেরাই রাস্তা খুঁজে নেয়। টাইব্রেকার হওয়ার সময়ই জানতাম আমরা সেমিফাইনালে যাব।দ সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলার কথায়, তএই ধরনের প্রতিযোগিতায় এমনই হয়। অন্য কোনও প্রতিযোগিতা হলে এ রকম পরিসংখ্যান নিয়ে হাসতে হাসতে জিততাম।

এ দিকে, লন্ডনে গিয়ে ২-২ ড্র করার পর নিজেদের মাঠে আর্সেনালকে ১-০ হারাল বায়ার্ন। ম্যাচের একমাত্র গোল জোশুয়া কিমিখের। ৩০ এপ্রিল সেমিফাইনালের প্রথম পর্বে বায়ার্নের মাঠে খেলবে রিয়াল। ৭ মে দ্বিতীয় পর্ব হবে রিয়ালের মাঠে।

উইকেটকিপিংয়ের জন্যই ম্যাচের সেরা! বিশ্বকাপের দলে পন্থের জায়গা পাকা করার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যাটে খুব ভাল অবদান রাখতে পারেননি। বল তিনি করেন না। তবু গুজরাতের বিরুদ্ধে বুধবার স্রেফ উইকেটকিপিং এবং অধিনায়কত্বের জন্য ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়ে গেলেন ঋষভ পন্থ। মুকেশ কুমারের বোলিং ছাপিয়ে ঋষভের দু'টি ক্যাচ এবং একটি স্টাম্পিং ও অধিনায়কত্বের জন্য তাঁকে ম্যাচের সেরার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

তার পরেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে পন্থের জায়গা পাকা করার দাবি তুললেন কেভিন পিটারসেন। তিনি ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন, তদারুণ খেলছে পন্থ। ওর নড়াচড়া ভাল মতো দেখলাম আজ। ভারতীয় দল নিশ্চিত ভাবে ওকে দেখে উৎসাহ পাবে। আরও একটু ম্যাচ খেলা দরকার ওর। তার উপর পন্থ চোট সারিয়ে এসেছে। ওকে তো সময় দিতেই হবে। আশা করি আইপিএলের পরে ও বিশ্বকাপের জন্য পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাবে। ১৪-১৫টা ম্যাচ খেললেই যথেষ্ট।

পুরস্কার দেওয়ার পর পন্থকে জিজ্ঞাসা করা হয় তাঁর সাফল্যের কারণ। দিল্লির উইকেটকিপার বলেন, তপ্রত্যেক ম্যাচে নামার আগে আমার একটাই ভাবনা থাকে। নিজেকে যাতে আগের থেকে ভাল জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। রিহ্যাবের সময় থেকেই এই ভাবনা মাথার মধ্যে ঘোরে। প্রত্যেক ম্যাচে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করি সেটা ভালই লাগছে। মাঠে নামাই অন্য রকম অনুভূতি।

২৯ বছর বয়সেই অবসর: আর ব্যাডমিন্টন খেলবেন না কেন্টো মোমোটা। চিনের এই ব্যাডমিন্টন তারকা এক সময় বিশ্ব ক্রমতালিকায় এক নম্বর ছিলেন। কিন্তু এখন আর নিজের সেরা খেলাটা খেলতে পারেন না। প্যারিস অলিম্পিক্সে যোগ্যতা অর্জনও করতে পারেননি। তাই অবসরই নিয়ে ফেললেন ২৯ বছর বয়সি মোমোটা।

টমাস এবং উবের কাপের পর আর দেশের হয়ে টেনিস খেলবেন না মোমোটা। ২০১৯ সালে গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন চিনের ব্যাডমিন্টন তারকা। তার পর থেকে আর চেনা ছন্দে দেখা যাচ্ছে না তাঁকে। ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন মোমোটা। ২০১৯ সালে ১১টি ট্যুর টাইটেল জিতেছিলেন তিনি।

রোনাল্ডোর লক্ষ্মীলাভ! রাতারাতি ৮৬ কোটি টাকা পাবেন পর্তুগীজ তারকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মরসুমের মাঝে লক্ষ্মীলাভ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। এখন সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসেরে খেলেন রোনাল্ডো। এর আগে ইটালির ক্লাব জুভেন্টাসে খেলতেন তিনি। সেখানে বেতন বকেয়া রয়েছে রোনাল্ডোর। সেই বকেয়া বেতন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জুভেন্টাসকে।

রোমের একটি আদালত জুভেন্টাসকে এই নির্দেশ দিয়েছে। বলা হয়েছে, ২০২০-২১ মরসুমের জন্য রোনাল্ডোর যে বেতন পাওয়ার কথা ছিল তা পাননি রোনাল্ডো। তাঁকে কম টাকা দেওয়া হয়েছিল। সেই টাকা এ বার মেটাতে হবে। ভারতীয় মুদ্রায় তার পরিমান ৮৬ কোটি টাকা। দ্রুত এই টাকা মেটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ক্লাবকে।

আদালতে মামলা করেছিলেন রোনাল্ডোই। তাঁর অভিযোগ ছিল, বকেয়া বেতন বাবদ ১৭৪ কোটি টাকা জুভেন্টাস থেকে পাওয়ার কথা তাঁর। শুনানি শেষে বিচারক জানান, রোনাল্ডোর চুক্তি অনুযায়ী আয়কর কেটে যে টাকা রোনাল্ডোকে দেওয়ার কথা ছিল তা দেয়নি জুভেন্টাস। তবে রোনাল্ডোর দাবি মতো ১৭৪ কোটি টাকা নয়, তার প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ, ৮৬ কোটি টাকা মেটাতে হবে ক্লাবকে।

২০১৮ সালে স্পেনের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ থেকে জুভেন্টাসে গিয়েছিলেন রোনাল্ডো। সেখানে তিন বছর ছিলেন তিনি। ২০২২ সালে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসেরে যোগ দেন সিআর৭। তার পরে থেকে সেখানেই রয়েছেন তিনি।

পকেটে পাঁচটি বিশ্বকাপ, তবু চিন্তায় রাতে ঘুম হত না! অবসরের কারণ জানালেন অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাত্র ৩১ বছর বয়সেই ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন তিনি। পাঁচটি বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার গত বছর অবসরের সিদ্ধান্ত জানানোর পর অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেননি। ক্রিকেটজীবনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকার সময় খুব কম খেলোয়াড়ই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এত দিন পরে সেই মেগ ল্যানিং জানালেন, সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলার জন্য অনুশীলন নিয়ে তিনি বাড়াবাড়ি করেছে। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস ঠিক ছিল না। সেই কারণেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছেড়েছেন।

এক সাক্ষাৎকারে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক ল্যানিং বলেছেন, তপ্রচুর অনুশীলন করছিলাম। তবে খাওয়া-দাওয়া করছিলাম না। একটা সময় ছিল যখন সপ্তাহে ৮৫-৯০ কিলোমিটার দৌড়তাম। শরীরের মধ্যে অবসাদ চলে এসেছিল। সেটা ক্রমশ বাড়ছিল। কোনও সফরে গিয়ে ক্রিকেট খেলা এবং নিজের পুরো দায়বদ্ধতা দিয়ে খেলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। গত বছর অ্যাশেজের আগে মানসিক এবং শারীরিক ভাবে ভেঙে পড়েছিলাম।

ল্যানিং আরও জানিয়েছেন, তাঁর আচরণেও অনেক বদল এসেছিল। হঠাৎ করেই রেগে যাচ্ছিলেন। অবস্থা এতটাই খারাপ হয় যে বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন। বলেছেন, তনিজের সঙ্গে সময় কাটাতে চাইছিলাম। খুব কম লোকই রয়েছে যাদের সঙ্গে সময় কাটাতে ভাল লাগে। কেমন লাগছে, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতাম না কাউকে। ৬৪ কেজি থেকে ৫৭ কেজি ওজন হয়ে গিয়েছিল আমার। সাংঘাতিক না হলেও চিন্তার তো বটেই। মনঃসংযোগ করতে পারতাম না। কারও সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করত না।

রাতে ঠিক করে ঘুম হত না বলেও জানিয়েছেন ল্যানিং। তাঁর কথায়, তরাতে বিছানায় গিয়ে জেগেই কাটাতাম। একটুও ঘুম আসত না। নিজেকে পাগলের মতো লাগত। নিজের প্রতি আরও রেগে যেতাম। ঘুম না হলে কিছুই করা যায় না।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**